প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৩ ❖ ৯ - ১৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

জুলাই মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য

খ্রিস্টীয় জীবন-খ্রিস্টযজ্ঞীয় জীবন

মহান হুল দিবস

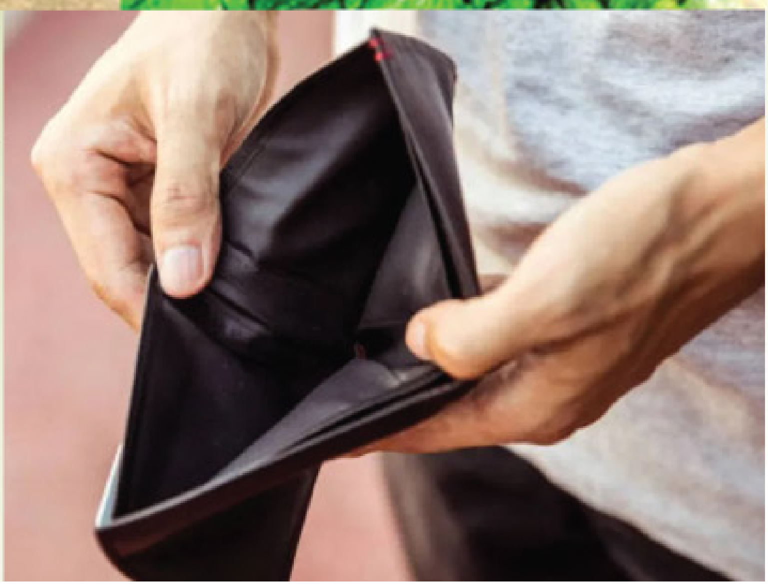

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উর্ধ্বগতি
দিশেহারা নিম্নমধ্যবিত্ত

বাড়ীওয়ালা ভার্সেস ভাড়াটিয়া

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়, বিচ্ছেদ নয়
চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন করা আর্দ্র রজনী
চলে গেলে আমারও অধিক কিছু থেকে যাবে
আমার না-থাকা জুড়ে"। – রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লা

পৃথিবীর চির আবর্তনে তোমরা এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। আবার ঈশ্বরের ডাকে সকল বাঁধন ছিন্ন করে চলে গেছ আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার অচীন দেশে, তোমাদের আমরা ভুলবনা। প্রার্থনা করি পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের স্বর্গীয় চিরশান্তি দান করুন।

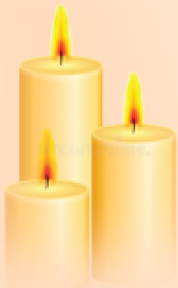

স্বর্গীয় বেঞ্জামিন গমেজ
জন্ম: ০২ জুন, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ০৯ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার স্টিফেন গমেজ, সিএসসি
জন্ম: ১৯ জানুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় অভিষেক: ৯ এপ্রিল, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ মার্চ, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার নমিতা আনাস্তাসিয়া গমেজ, সিএসসি
জন্ম: ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ
প্রথম ব্রত: ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৯ এপ্রিল, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

সিস্টার মেরী রুথ, এসএমআরএ
জন্ম: ১৮ জানুয়ারি, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
আজীবন ব্রত: ৬ জানুয়ারি, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যুই চিরন্তন সত্য। পৃথিবীর এই মায়াজাল জীবনের জন্য ক্ষণস্থায়ী।

শোকাহত পরিবারবর্গ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/২১১/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ২৩
৯ - ১৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৫ - ৩১ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের উর্ধ্বগতিতে দিশেহারা নিম্ন আয়ের মানুষেরা

জীবন ধারণের জন্য যে সকল দ্রব্যসামগ্রী-জিনিসপত্র বা সেবা-পরিসেবা আমাদের প্রতিদিনই দরকার সেগুলোকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা। তা চাল-ডাল থেকে শুরু করে পরিবহন ও শিক্ষাব্যয়ও হতে পারে। এখন সংবাদপত্র খুললেই খবর মিলবে, 'নিত্যপণ্যের বাজার কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না; চাল, ডাল, তেলসহ সব ধরনের পণ্যের বাজার উর্ধ্বমুখী; সীমিত বা নিম্ন আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে; নির্দিষ্ট আয়ে সংসার চালাতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।' এমনিতেই মূল্যস্ফীতির প্রভাব গরীব মানুষের ওপরই বেশি পড়ে। কারণ তাদের আয়ের বড় অংশই চলে যায় খাদ্যপণ্য কিনতে। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের প্রতিনিয়ত দাম বাড়তে থাকায় কিছু মুনাফা শিকারি ও বিত্তশালী বাদ দিলে অবশিষ্ট জনসাধারণের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ।

দ্রব্যমূল্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কম-বেশি সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্বল্প নির্দিষ্ট আয়ের শ্রমজীবী, চাকুরিজীবী তথা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষজন। তারা দিনকে দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। দারিদ্র জয়ের প্রয়াসে সফল না হয়ে কেউ কেউ অসামাজিক ও অসৎকর্মে লিপ্ত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। তবে সারা বিশ্বে পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটলেও স্থিতিশীল পরিবেশে আবার তা কমেও যায়। কিন্তু আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য একবার বাড়লে তা আর কোনো বিবেচনায়ই কমে না। সাধারণ মানুষ আন্দোলন সংগ্রাম করলে যুক্তি দিয়ে তাকে তা সমর্থন করানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে বলে ধুয়ো তুলে কেউ কেউ অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আসলে এ ধরণের লোকেরা সকলের কথা চিন্তা না করে দলের বা নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতেই এ ধরণের কথা বলেন। এটা কেউ অস্বীকার করবে না যে আমাদের দেশের মানুষের গড় আয় আগে থেকে কিছুটা বেড়েছে। তবে একজন শ্রমিক সারা দিনে যে মজুরি পায় তা দিয়ে সে তার প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদার কত অংশ পূরণ করতে সক্ষম হয় সেটা ভাবনার বিষয়। পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার পর তার কাছে বাকি কী থাকে? এক সময় বলা হতো শ্রমিকের মজুরির ৬৬ শতাংশই খাদ্য সংগ্রহে ব্যয় হয়ে যায়। বর্তমানে এই শতাংশের হার আরো বৃদ্ধি পেয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। খাদ্যদ্রব্য ক্রয়েই যখন বেশিরভাগ আয় ব্যয় হয়ে যায় তখন অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ না করেই দরিদ্র মানুষকে দিনের পর দিন চলতে হয়। এমনি দুর্বিসহ সময়েও মনুষ্যরূপ কিছু পশু সিণ্ডিকেট করে খাদ্যসংকট সৃষ্টি ও কালোবাজারি করে কিছু উপরি কামিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হয় না। তবে এ ধরণের মানুষেরা কেউই নিম্ন মধ্যবিত্ত নয় সকলেই উঁচুশ্রেণির।

তাই এখন সময় এসেছে এ দুঃসহ অবস্থার প্রতিকারে সক্রিয় প্রয়াস চালানোর। এজন্যে সর্বাগ্রে যেমন সরকারের প্রয়াস প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তেমনই দরকার পণ্যসামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের সমতা রক্ষা। আর এখানটাতে আমরা সকলেই অংশ নিতে পারি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। তাই পরিত্যক্ত অপ্রয়োজনীয় জমি উৎপাদনের আওতায় আনতেই হবে। পতিত জায়গা বা ফাঁকা ছাদ রাখা যাবেনা। কৃষিজ জমিতে বাড়িঘর ও শিল্প কারখানার অনুমতি না দেওয়া। মুনাফা শিকারি ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী আইনের ফাঁক ফোকর বা প্রশাসনের ঔদাসীন্যে মুনাফা লুটতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ইতোমধ্যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার বাজার মনিটরিং, কৃষিপণ্যে ভর্তুকি দেওয়া ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; কিন্তু এসব পদক্ষেপ যথেষ্ট না হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের লাগাম টানা যাচ্ছে না এটাই বাস্তবতা। মূল্যবৃদ্ধির সাথে বেশিরভাগ মানুষের মানিয়ে নেবার একটি দারুণ ক্ষমতাও লক্ষ্য করা গেছে। কষ্ট করে সহ্য করে নিচ্ছে যা পক্ষান্তরে সহনীয় হয়ে যাচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

দ্রব্যমূল্যের এমন উর্ধ্বগতির সময়ে যখন বেশিরভাগ মানুষ কষ্টে দিনাতিপাত করছে তখনও কিছু কিছু মানুষের উৎসব অনুষ্ঠানের কমতি নেই। উৎসবমুখর এই সকল ব্যক্তিরা অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এবং দরিদ্র মানুষকে তথাকথিত সেই অনুষ্ঠানের অংশ করতে গিয়ে তাদেরকে আরো কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত করে ফেলে। আমাদের খ্রিস্টান সমাজে উৎসব উৎসব ভাবটা যেন আরো বেশি। তা হোক সে ধর্মীয় বা সামাজিক। এমন দুর্মূল্যের বাজারে ঋণ করেও অনেকে উৎসব করছে। যা আমাদের মানসিক দৈণ্যতারই পরিচয় বহন করে। আমাদের তথাকথিত উৎসব-অনুষ্ঠান কমিয়ে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করে বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য আয়বর্ধক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করা হোক। ✝

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

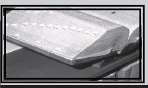

তোমরা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব। *-মথি ১১:২৮*।

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

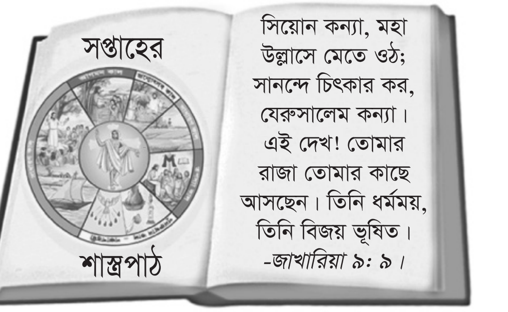

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৯ - ১৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৯ জুলাই, রবিবার
জাখা ৯: ৯-১০, সাম ১৪৪: ১-২, ৮-১১, ১৩-১৪, রোম ৮: ৯, ১১-১৩, মথি ১১: ২৫-৩০

১০ জুলাই, সোমবার
আদি ২৮: ১০-২২, সাম ৯১: ১-৪, ১৪-১৫, মথি ৯: ১৮-২৬

১১ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধু বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ, *স্মরণ দিবস*
আদি ৩২: ২৩-৩৩, সাম ১৭: ১-৩খ, ৬-৮খ, ১৫, মথি ৯: ৩২-৩৮

১২ জুলাই, বুধবার
আদি ৪১: ৫৫-৫৭, ৪২: ১-৭ক, ১৭-২৪ক, সাম ৩৩: ২-৩, ১০-১১, ১৮-১৯, মথি ১০: ১-৭

১৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধু হেনরী
আদি ৪৪: ১৮-২১, ২৩খ-২৯, ৪৫: ১-৫, সাম ১০৫: ১৬-২১, মথি ১০: ৭-১৫

১৪ জুলাই, শুক্রবার
আদি ৪৬: ১-৭, ২৮-৩০, সাম ৩৭: ৩-৪, ১৮-১৯, ২৭-২৮, ৩৯-৪০, মথি ১০: ১৬-২৩

১৫ জুলাই, শনিবার
সাধু বোনাভেঞ্চার, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*
আদি ৪৯: ২৯-৩২; ৫০: ১৫-২৬ক, সাম ১০৫: ১-৪, ৬-৭, মথি ১০: ২৪-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৯ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৫১ ফাদার অত্তোরিনো পেদ্রোত্তি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৩ সিস্টার জন লাপোয়াঁত সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী জেম্স দেশাই আরএনডিএম
+ ২০২২ সিস্টার মেরী বার্নার্ড এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ জুলাই, সোমবার
+ ১৯৭০ ফাদার মারিও কিওফী এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বেনেডিক্টস্ পিসিপিএ (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফাদার বনিফাস মূর্মু (দিনাজপুর)

১১ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৪ ফাদার জের্ভে লাপিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১২ জুলাই, বুধবার
+ ২০১৯ ফাদার পরিমল এফ. পেরেরা সিএসসি (ঢাকা)

১৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৭ ব্রাদার ফেলিক্স শন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ফাদার চেসারে পেশে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী ভির্জিনিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ সিস্টার দিপালী গমেজ এসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ ফাদার পল ডি'রোজারিও [জয়গুরু] (রাজশাহী)
+ ২০২০ আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৪ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম. তেরেজা ডু টি. এসএসএমআই (ময়ঃ)
+ ২০০৫ ফাদার আম্পেলিও গাসপারত্তো এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১২ সিস্টার মেরী জো রোজারিও আরএনডিএম (ঢাকা)

১৫ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৮৯ মাদার লিওনিল্লা হেবার্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার ডরোথি রোজারিও এলএইচসি (চট্টগ্রাম)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

১৫৪৪ : প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্বের সকল পূর্বাভাসই পূর্ণতা লাভ করে খ্রীষ্ট যীশুতে, যিনি এক, যিনি "ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ এক"। খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য, "পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক" সেই মেলখিসেদেককে খ্রীস্টের যাজকত্বের পূর্বাভাস বলে অভিহিত করে, যিনি "মেলখিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক", যিনি "পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক," যিনি "একটিমাত্র নৈবেদ্যের গুণেই চিরকালের মতো তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন," অর্থাৎ, ক্রুশের অনন্য যজ্ঞবলির দ্বারা।

১৫৪৫: খ্রীষ্টের মুক্তিদায়ী যজ্ঞবলি অনন্য, যা সর্বকালের জন্য একবারই সম্পন্ন করা হয়েছে, তথাপি খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতিটি খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞ একে বাস্তব করে তোলে। খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব সম্পর্কেও একই কথা, যা খ্রীষ্টের যাজকত্বের অনন্যতা কোনভাবে হ্রাস না করে সেবাকর্ম- যাজকত্বের মাধ্যমে বাস্তব করে তোলে। "একমাত্র খ্রীষ্টই প্রকৃত যাজক, অন্যেরা তাঁর সেবাকর্মী"

খ্রীষ্টের একক যাজকত্বে দ্বৈত অংশগ্রহণ

১৫৪৬: মহাযাজক ও অনন্য মধ্যস্থতাকারী খ্রীষ্টমণ্ডলীকে "করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক"। বিশ্বাসীদের গোটা সমাজই সত্যিকারে যাজকীয়। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা, তাদের নিজ নিজ আহ্বান অনুসারে, খ্রীষ্টের যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় মিশন দায়িত্বে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দীক্ষাস্নানের যাজকত্ব অনুশীলন করে । দীক্ষাস্নান ও দৃঢ়ীকরণ সংস্কার দ্বারা ভক্তবিশ্বাসীরা "পবিত্র যাজক সমাজরূপে উৎসর্গীকৃত হয়েছে"।

১৫৪৭: বিশপদের ও যাজকদের সেবাকারী বা শ্রেণীবিন্যাসগত যাজকত্ব, এবং বিশ্বাসীদের সাধারণ যাজকত্ব "প্রত্যেকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খ্রীষ্টের একক যাজকত্বে" অংশগ্রহণ করে। "পরস্পরের জন্য অভিষিক্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা সত্তাগতভাবে ভিন্ন। কোন অর্থে? দীক্ষাস্নানে প্রাপ্ত অনুগ্রহ অনুসারে পবিত্র আত্মার জীবন, অর্থাৎ বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার জীবন- যাপনের মাধ্যমে, বিশ্বাসীদের সাধারণ যাজকত্বের প্রকাশ ঘটে; আর সেবাকারী যাজকত্ব সাধারণ যাজকত্বের সেবায় নিয়োজিত থাকে। এই যাজকত্বের লক্ষ্য হল সকল খ্রীষ্টভক্তের মধ্যে দীক্ষাস্নানে প্রাপ্ত অনুগ্রহের বিকাশ সাধন করা। সেবাকারী যাজকত্ব হচ্ছে একটি উপায় যার মাধ্যমে খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে অনবরত গঠন করেন ও পরিচালনা দান করেন। এ কারণে সেবাকারী যাজকত্ব একটি নির্দিষ্ট সংস্কার, অর্থাৎ পুণ্য পদাভিষেক- সংস্কারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

০৩ জুলাই, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ০৩ জুলাই তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই

সাধারণকালের ১৪তম রবিবার

১ম পাঠঃ জাখারিয়া ৯:৯-১০,

২য় পাঠঃ রোমীয় ৮:৯, ১১-১৩

মঙ্গলসমাচারঃ মথি ১১:২৫-৩০

প্রভু যিশুখ্রিস্ট হলেন মানব জাতির পরিত্রাতা। তিনি হলেন নম্রতা, কোমলতা এবং সরলতার উৎস এবং আদর্শ। আমাদের মাঝে তিনি নম্রতার উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। তিনি নিজে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরত্বকে ধরে রাখতে চাইলেন না। আকারে প্রকারে তিনি মানুষ হলেন। আর সেই জন্য পরমেশ্বর তাকে দান করলেন সেই নাম 'প্রভু' পুণ্য সেই নাম। তিনি শুধু আমাদের সমরূপ মানুষই হলেন না বরং তিনি আমাদের পাপের জন্য নিজেকে আরও নমিত করলেন, আমাদের পাপের বোঝা কাঁধে তুলে নিলেন ও প্রাণ দিয়ে জগতের পরিত্রাণ সাধন করলেন। তিনি আমাদের আহ্বান করেন আমরা যেন তার বিনম্র হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। কারণ আমাদের হৃদয় অস্থির, চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত। তাইতো তিনি বলেন "তোমরা শ্রান্ত যারা বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো আমি তোমাদের আরাম দেব।" সাধু আগস্টিন তার লেখা স্বীকারউক্তিতে লিখেছেন " You have made us for Yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you." হে প্রভু, তুমি আমাদের তোমার জন্য তৈরি করেছ, কিন্তু আমাদের হৃদয় তোমাতে বিশ্রাম না নেওয়া পর্যন্ত অস্থির, তাই আমাদের হৃদয় তোমাতে আরাম পায়, আর এই আরাম প্রাণের আরাম। আজকে প্রথম পাঠে প্রবক্তা জাখারিয়া বলছেন, "ওই দেখ, তোমার কাছে আসছেন তোমার রাজা, ধর্মময় তিনি, মহাবিজয়ী তিনি। আহা, কত নম্র তিনি! বসে আছেন, দেখ একটি গাধারই পিঠে, বাচ্চা গাধারই পিঠে।" এই ভবিষ্যৎ বাণী প্রভু যিশুখ্রিস্ট সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি একদিন মনোনীত জাতির রাজা হবেন। তিনি হবেন ধর্মময় নম্রচিত্ত রাজা যিনি এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন নম্রতার মধ্যদিয়ে। ক্ষমতা বা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে নয়। তাঁর আধিপত্য হবে সর্বব্যাপী। আমরা শুনেছি যিশু গাধার পিঠে উঠে আসবেন। গাধা হলো সহজ-সরল নিরীহ একটি প্রাণী। তাকে দিয়ে সব কাজ করানো যায়। আর সে নীরবে সব কাজ করে যায়, কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। কিন্তু গাধা নিয়ে কেউ যুদ্ধ করতে যায় না। এখানে গাধা হচ্ছে নম্রতার প্রতীক। তাই যিশু গাধাকে বেছে নিয়েছেন। কারণ তিনি জগতে যুদ্ধ নয় শান্তি দিতে এসেছেন। অন্যদিকে ঘোড়া হলো ক্ষমতার প্রতীক। ঘোড়া দিয়ে সৈন্যরা যুদ্ধ করতে যায়। ঘোড়া হলো দাম্ভিকতা, ক্ষমতা ও আত্মসম্মানের প্রতীক। জগতের মানুষ গাধাকে নয় ঘোড়াকে বেছে নেয়। কারণ সেখানে রয়েছে ক্ষমতা, পদ-মর্যাদা ও সম্মান। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের ক্ষমতাই হলো নম্রতা, তাঁর শক্তিই হলো ভালোবাসা এবং আত্ম-সম্মান অন্যকে মর্যাদা দান। এই ভাবেই তিনি সকল দীন-দরিদ্র, অভাবী পিছিয়ে পড়া মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। তার রাজত্ব ক্ষণস্থায়ী নয় চিরস্থায়ী। তাই তিনি এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে যাবার আগে এই জগতকে পরিচালনার জন্য তার সহায়ক আত্মাকে প্রেরণ করেছেন। সাধু পল রোমীয়দের কাছে পত্রে বলেন, তার রাজত্ব জগতের নিয়ম কানুন অনুসারে চলবে না, চলবে কেবল তাঁর পরম আত্মার শক্তিতে ও প্রেরণায়। তিনিও চান আমরা যেন নম্র কোমলপ্রাণ মানুষ হই যেখানে ঈশ্বর নিজে আসবেন, আমাদের সাথে যাত্রা করবেন। আর সেই যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হবে আমাদেরই ভাইবোনেরা। যেন আমরা একত্রে যাত্রা করতে পারি। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ও একই আহ্বান জানান আমরা যেন একত্রে পথ চলি। সেই জন্যই তিনি সিনোডের আহ্বান করেছেন। এখানে থাকবে না কোন ভেদাভেদ।

আজকের মঙ্গলবাণীতে প্রভু যিশু এই বিশ্ব সংসারের জ্ঞানী, ধনী কিন্তু শাস্ত্রী-ফরিসীদের মত অহঙ্কারী মানুষকে কটাক্ষ করে বলেছেন যে, এই রূপ ব্যক্তিদের কাছে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না; তাঁর বাণীর মর্মার্থও তিনি তাদের কাছে ব্যক্ত করতে পারেন না। কারণ, তাদের হৃদয় কোমল নয় বড় কঠিন; ব্যক্তি স্বার্থে ভরা তাদের মন ও প্রাণ। তারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে বড়াই করে। অন্য দিকে শিশুর মত সরল যারা তারাই যিশুর বাণী গ্রহণ করে ও পালন করে। এখানে মঙ্গলসমাচার রচয়িতা সাধু মথি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান একই সাথে শিশুর মত সহজ-সরল মানুষের মধ্যে একটা পার্থক্য বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ মঙ্গলবাণী সকলকেই জানানো হয়েছে কিন্তু সকলে তা গ্রহণ করে নি। তারাই গ্রহণ করেছে যারা শিশুর মত সরল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। অন্যদিকে যারা নিজেদের জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে অহংকার করে। অপরকে যারা তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য ও হেয়জ্ঞান করে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অপরের উপর অসহনীয় কাজের বোঝা ও আইনের জুলুম খাটিয়ে চলে তারা। যাদের ব্যবহার অনেক রুক্ষ ও মেজাজী। তারাই যিশুর বাণী গ্রহণ করতে পারে না। তাদের পক্ষে যিশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা বড় কঠিন। তাই সাধু যাকোব তার পত্রে লিখেছেন (৪:৬) "ঈশ্বর উদ্ধত মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কিন্তু বিনম্রকে তাঁর অনুগ্রহ ধন্য করেন।" যিশুর সময়ে যেমন তেমনি বর্তমান জগতের চোখে অনেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছালেও তারা সেই ডাকে সাড়া দেয়নি। কারণ জাগতিক স্বার্থ, ভোগবিলাসিতা ও কাজ কর্মের ভারে তাদের জীবন বড় শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত। তাই যিশু তাদেরও আহ্বান জানান তারাও যেন তাদের সকল অহংকার, হিংসা, দাম্ভিকতা ও আত্ম-সম্মান বাদ দিয়ে যিশুতে যেন বিশ্রাম নেয়। তাতেই তারা প্রাণের আরাম পাবে। যিশু নিজেই নম্রতা ও সরলতাকে মানুষের মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভের অপরিহার্য পূর্বশর্ত ও সবচেয়ে বড় গুণরূপে ব্যক্ত করেছেন। তাই মঙ্গল সামাচারে বলা হয়েছে "যে কেউ শিশুর মত নিজেকে নম্র করে, সেই স্বর্গরাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড়" *(মথি ১৯:৪)*। "বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে" *(লুক ১৪:১২)*। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাই বলেছেন, "নম্রতা ও সরলতাই হচ্ছে স্বর্গে যাওয়ার একমাত্র পথ।" তাই আসুন আমরা নিজেদেরকে শিশুর মত সরল করি যেন ঈশ্বরের বাণী হৃদয়ে ধারণ করে তা জীবনে পালন করে একদিন অনন্ত রাজ্যে পৌঁছতে পারি॥

খ্রিস্টীয় জীবন - খ্রিস্টযজ্ঞীয় জীবন জুলাই মাসে পোপ মহোদয়ের প্রার্থনার উদ্দেশ্য

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

আমরা সকল কাথলিকদের জন্য প্রার্থনা করি, যেন তারা খ্রিস্টযাগকে তাদের জীবনের প্রাণকেন্দ্রে স্থান দেয়; যাতে তাদের মানবিক সম্পর্ক আরও গভীর ভাবে রূপান্তরিত হয় এবং ঈশ্বর ও ভাইবোন মানুষের সাথে সাক্ষাতের একটি বিশেষ সময় হয়ে ওঠে।

রবিবারের পর রবিবার – প্রতি রবিবার খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার জন্য কাথলিকদের একটি বিধান আছে। এ প্রসঙ্গে পোপ ফ্রান্সিস বলেন:

"খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্যের দ্বারা নবীকৃত হয়ে ... মণ্ডলী প্রতি অষ্টম দিনটি প্রভুর দিন, আমাদের পরিত্রাণের দিন বলে উদ্‌যাপন করে। রবিবার দিন, আজ্ঞা হওয়ার আগে, জনগণের নিকট ঈশ্বরের একটি দান হিসেবে গণ্য করা হত। আর এ কারণেই মণ্ডলী একটি আজ্ঞা দ্বারা সেই দানটি সুরক্ষিত করছে। রবিবাসরীয় উপাসনা খ্রিস্টান সমাজের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার একটি বিশেষ সুযোগ। রবিবারের পর রবিবার ঐশবাণী, পুনরুত্থিত প্রভুতে আমাদের অস্তিত্বকে আলোকিত করে। রবিবারের পর রবিবার, খ্রিস্টের দেহ ও রক্তে আমাদের মিলন, আমাদের জীবনকে পিতার তুষ্ট নৈবেদ্য রূপে গঠন করে, এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সহভাগিতা, আতিথ্য ও ভালোবাসার মিলন সৃষ্টি করে। রবিবারের পর রবিবার, ভাঙ্গা-রুটির শক্তি দিয়ে পরিপুষ্ট হ'য়ে আমরা মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করি, যেখানে আমাদের উদ্‌যাপনের যথার্থতা প্রকাশ পায়।"

আমরা যতবার রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে যোগদান করি ততবার আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হয় প্রভু যিশুর বাণী: *"আমি একান্তই বাসনা করেছি, আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই নিস্তারভোজে বসব" (লুক ২২:১৫)*।

নিস্তারভোজে বসার অধিকার কেউ অর্জন করেনি। সকলেই আমন্ত্রিত। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নিস্তারভোজে বসার জন্য যিশুর যে জ্বলন্ত বাসনা আছে তারই আকর্ষণে সকলে আকর্ষিত।

আমরা প্রত্যেকেই *"মেষশাবকের বিবাহ-ভোজে নিমন্ত্রিত" (প্রত্যাদেশ ১৯:৯)*। এই ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য যে বিবাহ-পোশাক প্রয়োজন তা হচ্ছে বিশ্বাস, যা জাগ্রত হয় ঐশবাণী শ্রবণের ফলে *(দ্রঃ রোমীয় ১০:১৭)*। খ্রিস্টমণ্ডলী নিজেই সেই বিবাহের পোশাক-নির্মাতা, যা "মেষশাবকের রক্তে আপন পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে" *(প্রত্যাদেশ ৭:১৪)*। এই ভোজে এখনো কত মানুষ নিমন্ত্রণ পায় নি, অথবা পেয়েছিল কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছে, বা হারিয়ে ফেলেছে...।"

খ্রিস্টযাগে যোগদানের "নিমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার আগে, বুঝতে হবে যে, আমাদের জন্য প্রভু যিশুর একটা বাসনা আছে। হয়তো আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন নই, তবুও যতবার আমরা খ্রিস্টযাগে যাই ততবার আমাদের জানতে হয় যে, আমাদের জন্য যিশুর বাসনা আমাদের আকর্ষণ করছে। তাঁর বাসনার প্রতি আমাদের সম্ভাব্য সাড়া দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আত্মত্যাগ, তাঁর ভালবাসার প্রতি আত্মসমর্পণ, তাঁর ভালবাসার দ্বারা আমরা আকর্ষিত। প্রতিবার যখনই যিশুর দেহ-রক্ত প্রসাদরূপে গ্রহণ করি তখন আমরা জানি যে, যিশু নিজেই তাঁর শেষভোজের সময় তা বাসনা করেছিলেন"।

পঞ্চাশত্তমীর পরে আমরা যদি জেরুশালেমে গিয়ে নাজারেথের যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইতাম, তাহলে তাঁর শিষ্যদের খুঁজে বের করা ছাড়া আমাদের আর কোন সম্ভাবনাই থাকত না; কেননা শিষ্যদের মুখেই যিশুর কথা, তাঁর প্রকাশভঙ্গি এখনও জীবন্ত। শিষ্যসমাজে তাঁর উপস্থিতির উদ্‌যাপন ছাড়া তার সাথে সাক্ষাৎ করার কোনো সম্ভাবনাই ছিলনা। এ কারণেই মণ্ডলী সর্বদা অতি মূল্যবান সম্পদ, "আমার স্মরণার্থে এ অনুষ্ঠান কর" – প্রভুর এই নির্দেশ সযত্নে রক্ষা করে আসছে।

আসুন আমরা প্রভুর বাসনা দ্বারা আবিষ্ট হই, কেননা তিনি সর্বদা আমাদের সাথে নিস্তারভোজে আহার করতে বাসনা করেন। এসব কিছুই হোক মণ্ডলীর মাতা, মারীয়ার দৃষ্টিতলে।

খ্রিস্টানদের সকল প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্যে প্রথম হচ্ছে খ্রিস্টযাগ। লোকভক্তি কোনো সময় খ্রিস্টযাগের স্থান দখল করতে পারে না। তবে এটা সত্য যে, জীবনে খ্রিস্টযাগ-রহস্যের বাস্তবতা, সত্যতা ও সৌন্দর্য এখনো পুরো ভাবে আবিষ্কার করা হয়নি। খ্রিস্টযাগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা হয়নি এবং খ্রিস্টযাগ উদ্‌যাপনের জন্য যোগ্যতাও লাভ করা হয়নি, ফলে খ্রিস্টযাগের পরিত্রাণদায়ী সুফলও অধিক পরিমাণে ভোগ করতে আমরা অক্ষম।

অতএব, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আবেদন জানিয়েছেন, যেন খ্রিস্টযাগ আমাদের জীবনের কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে থাকে, খ্রিস্টীয় জীবনের উৎস ও পরিণতি হয়ে থাকে, খ্রিস্টযাগ-অনুষ্ঠান আমাদেরকে খ্রিস্টীয় জীবনে গঠন দান করে, যাতে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্যে প্রবেশ করে আমরা খ্রিস্টযাজ্ঞিক হয়ে উঠি এবং খ্রিস্টযাগে ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করতে পারি।

এসো আমরা প্রার্থনা করি, যাতে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন খ্রিস্টযাজ্ঞিক হয়ে ওঠে এবং আমাদের খ্রিস্টসমাজ হয়ে ওঠে খ্রিস্টযাজ্ঞিক মিলন-সমাজ।

(পোপ ফ্রান্সিস: ***"একান্ত বাসনা করেছি"***- নামক প্রৈরিতিকপত্রের ভাবনা ও কতিপয় উদ্ধৃতির সহায়তায় রচিত)

স্মৃতিতে অম্লান এক ক্ষণজন্মা

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

স্মৃতির পাতায় ময়লা জমলেও অক্ষরগুলো কখনোই অস্পষ্ট হয়ে যায় না। ঘুরে-ফিরে তা দেখা দেবেই ও মনের পাতায় ধরা পড়বেই। এটাই বাস্তবতা। অন্যদিকে স্মৃতি নিষ্ঠুর হলেও কারো সাথেই প্রতারণা করে না। সে মনে আসবেই ও মন ভরিয়ে দেয় আলোর মিছিলে, প্রেরণা দিয়ে যায় সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে। আর তিনি যদি হন কোন এক ক্ষণজন্মা, তাহলে তো কথাই নাই। মানব হৃদয়ে ও হাজার ঘটনায় ফ্রেমে বন্ধি হয়ে বেঁচে থাকে বছরের পর বছর, হাজারও বছর। এমনই এক ক্ষণজন্মা, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি, যার সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। খুব কাছ থেকে দেখেছি, মণ্ডলীকে কেমন পরম যত্ন ও ভালোবাসায় আগলে রাখতেন। যুগে যুগে তিনি বেঁচে থাকবেন হাজার মানুষের প্রেরণা ও আদর্শ হয়ে।

আমার দেখা আর্চবিশপ মজেস: আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা এমনই এক মানুষ, যার কথা ভাবলে ও মনে পড়লে বাইবেলে বর্ণিত রাজা দাউদের মনোনয়ন ও অভিষেকের কথা মনে পড়ে। ঈশ্বর তাঁকে মনোনীত ও অভিষিক্ত করেছেন ঈশ্বরের জনগণকে পরিচালনা করার জন্য। যিনি ছিলেন সবার ছোট মেষ চড়ানো এক বালক। যার উজ্জ্বল গায়ের রং, কোমনীয় চেহারা, ঈশ্বর-ভীরু হৃদয় ও নমনীয়তাই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয়, মনোনীত ও অভিষিক্ত হয়েছেন (*দ্রঃ ১ম সামুয়েল ১৬:১১-১৩*)। আর্চবিশপ মজেসও পরিবারের ছোট্ট সন্তান। ঈশ্বর তাঁকেই মনোনীত করেছেন যাজক ও পালকরূপে (বিশপ) মণ্ডলীকে সেবা ও পরিচালনা করার জন্য। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও দৃঢ়তা, প্রেমের লৌহ যষ্ঠির শাসনের পরিচালনা (মেষপালক, উত্তম মেষপালক) ও একনিষ্ঠ ও বিশ্বাসপূর্ণ বাণী নির্ভরতা (সাক্রামেন্তীয় সেবাকাজ) তাঁকে নিয়ে গেছে এক অনন্য মর্যাদায়। তাঁকে নিয়ে এই অভিব্যক্তি একান্তই আমার ও আমার অভিজ্ঞতা।

দক্ষ প্রশাসক: ঈশ্বরের আশীর্বাদ, পবিত্র আত্মার দান, নিজ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় নিজেকে একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বিচক্ষণ ও ন্যায়বান প্রশাসক। নিজ ধর্মপ্রদেশ পরিচালনা, প্রশাসনিক অবকাঠামো, ধর্মপ্রদেশে ও ধর্মপল্লীর অফিস, জমি রক্ষা ও উদ্ধার। স্ব-মর্যাদার নিজ প্রতিষ্ঠানকে উপস্থাপন। নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অন্যদের সাথে সমন্বয় সাধনে তিনি যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রশাসক হিসাবে অধিকার রক্ষা ও নিশ্চিত করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রাম বাংলাদেশ মণ্ডলীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কালে-কালান্তরে। বিশপ মহোদয়ের কার্যক্রম মণ্ডলীর আকাশে আলো হয়ে জ্বলছে, যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মণ্ডলীর গণ্ডির বাইরেও তাঁর পদচারণা ও বিচরণ ছিল লক্ষণীয়। "তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে" (*মথি ৫:১৬*)। মরেও তিনি অমর হয়ে বেঁচে আছেন হাজারও মানুষের হৃদয়ে।

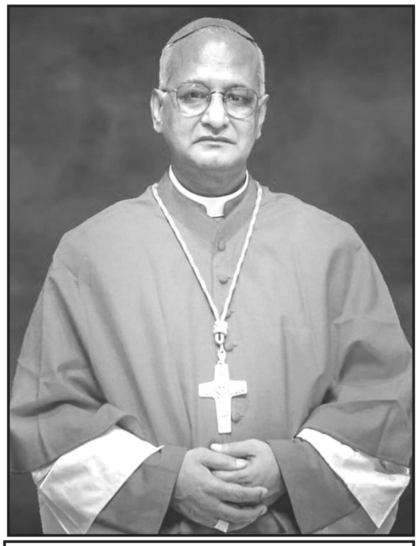

প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি

উত্তম মেষপালক (পরিচালক): "আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়" (*যোহন ১০:১১*)। একজন যাজক বিশেষ করে বিশপ হিসাবে তিনি সব সময় খ্রিস্টবিশ্বাসী ও জনগণের কথা চিন্তা করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এত মানুষকে চিনতেন ও যোগাযোগ রাখতেন তা সত্যিই অবাক করার বিষয়। তিনি সমস্যাগ্রস্ত এলাকা সমূহ, সমস্যায় থাকা দল, ব্যক্তিদেরকে খুব কাছ থেকে দেখতেন ও যত্ন নিতেন। নিজেই তাদের খোঁজ খবর নিতেন ও তাদের রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মণ্ডলীকে এত দরদ দিয়ে পরিচালনা করতেন ও জনগণের কথা শুনতেন, সমস্যাগুলো দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা নিয়ে সমাধান করতেন যেগুলো দেখে ও শুনে মনে হত এযেন হারিয়ে যাওয়া মেষের পালক; যিনি হারিয়ে যাওয়া একটি মেষেকে খুঁজতে যান (*দ্রঃ লুক:১৫:১-৭*)। তিনি যে অগনিত মানুষের জীবনে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছেন। আশাহত ও বিষাদগ্রস্থ মানুষ আশা ও আহ্বান ফিরে পেয়েছে। মণ্ডলীকে পূর্ণতা দিতে সবার অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে তিনিও কিছু মানুষের নেতিবাচক সমালোচনার ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন, তবুও কখনই সত্য বলতে ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা দিতে পিছু পা হন নাই। তার ভালোবাসাময় শাসন ও আদর যত্ন মনে করিয়ে দিত। "আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে" (*যোহন ১৫:১৭*)।

মঙ্গলবাণীর আলোতে আলোকিত মানুষ: বিশপ মহোদয় একজন কাটিখিস্ট বিশপ ছিলেন। তিনি দেশে-বিদেশে ধর্মশিক্ষা (কাটিখিজম) দিতেন। তার ধর্শশিক্ষা ও বাণী প্রচার সবার মন আকর্ষণ করত। তিনি সত্যিই ঐশবাণীর একজন ধারক ও বাহক। উপাসনা পরিচালনা ও অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। তার উপদেশে মঙ্গলবাণী ব্যাখ্যা ও বাস্তবতা ফুটে উঠত। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে কখনোই উপদেশ দিতেন না। তার উপদেশগুলো ছিল শিক্ষণীয়, দিক নির্দেশনামূলক ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। তিনি উপাসনায় দ্রব্যাদি ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন এবং অন্যদের ধ্যানময় ও ভক্তিমূলক উপাসনা পরিচালনা ও অংশগ্রহণের তাগিদ দিতেন।

বাণী ঘোষণা ও সাক্রামেন্তীয় সেবাকাজে তিনি ছিলেন সদা প্রাণবন্ত ও প্রস্তুত। তিনি নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যে তিনি নিজেই জীবন্ত বাণী। তিনি ২০১১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ডাইওসিসের বিশপ (পরবর্তীতে বরিশাল নতুন ডাইওসিস ও চট্টগ্রাম আর্চডাইওসিস) হয়ে আসেন। পরবর্তীতে তিনি সব ধর্মপল্লীগুলো পরিদর্শন করেছেন ও জনগণের সাথে বসেছেন। তিনি যখন বরিশাল অঞ্চলের ধর্মপল্লীগুলি পরিদর্শন করছিলেন তখন হরতাল চলছিল। কিন্তু তিনি একটা ধর্মপল্লী পরিদর্শনের সময় পরিবর্তন করেন নাই। তিনি মটর সাইকেলযোগে গিয়েছেন ও ভক্তজনগণকে তার ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তার এই সাদামাটা আগমনগুলো মানুষ খুবই আপন করে নিয়েছেন।

ভক্তজনগণ তার বিষয়ে এমন সহভাগিতা ও মন্তব্য করেছেন। বিশপ মহোদয় খুবই পবিত্র ও অধিকার প্রাপ্ত মানুষ। তিনি দরদী ও মমতায় পরিপূর্ণ। তিনি এমনভাবে কথা বলেন সবাই নীরব হয়ে যায়। তার পবিত্রতায় মানুষ অন্তরে শান্তি পায়। তার নিরাময় প্রার্থনাগুলোতে

মানুষের জীবনের নিরাময়তার সাক্ষ্য করে চলেছে। মানুষ তার কাছে যেতে ও আলাপ করতে খুবই আনন্দ ও প্রশান্তি বোধ করত। মানুষ বলত; বিশপ মহোদয়, পিতার মত, তিনি আসলেই গুরু ও প্রকৃত পালক। তার কাছে যাওয়া ও তার স্পর্শ মনে প্রশান্তি এনে দেয়।

উপসংহার: বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয়! বিশপ মজেস, তার কাজের মধ্যদিয়ে মঙ্গলসমাচার পূর্ণ করেছেন। তিনি এমনই ভাল গাছ যা ভাল ফল দিয়েছেন (*দ্রঃ মথি ৭:১৭-১৮*)। তার ভাল ফলের স্বাদ মণ্ডলী পেয়েছে। তিনি তার দক্ষতা, বিচক্ষণতা, ভালোবাসাপূর্ণ সেবার মধ্যদিয়ে বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন, গঠন করেছেন মিলন সমাজ। বাণী প্রচারে ও প্রসারে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তাই তো তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন সমতল থেকে পাহাড়ে, শহর থেকে গভীর অরণ্যে। খুঁজে ফিরেছেন তার মেষদের। কোলে তুলে নিয়েছেন পরম মমতার যত্নে। সমাজে সবার অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অবিরাম কাজ ও সংগ্রাম করেছেন। আশাহত, সুবিধা বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। আমরা তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তিনি যে ক্ষণজন্মা। আমাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসার উপহার। প্রণাম তব চরণে!

মহান হুল দিবস, (৯ পৃষ্ঠার পর)

তিনি তাদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন, এই কাগজের বিষয়গুলো সবার কাছে হাজির করা হোক, সমস্ত সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকাতে পৌঁছানো হোক। অতঃপর ওই কাগজের টুকরো বিভক্তি করে সমস্ত এলাকায় পৌঁছানো হলো। এটি যেহেতু ঠাকুর জিউ'য়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত, এইজন্য সকলেই সহজেই বিশ্বাস করেছিলেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিতের পর ১৬৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দীর্ঘ দেড় শতাব্দীর পরও সাঁওতালদের ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হয়নি। আজো ঠাকুর জিউ (ঈশ্বর) তাদেরকে অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার-নির্যাতন, উচ্ছেদ, হত্যা, ধর্ষণ এবং নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সামান্য অজুহাতেই গাইবান্ধা গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতাল পল্লীতে বিশেষ শ্রেণীর সহায়তায় শাসক-শোষকরা অগ্নিসংযোগ করে নিরীহদের উচ্ছেদ করেছে, হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিলো। অবলা, অসহায় বলেই সাঁওতাল নারীরা ধর্ষিতের পরও ন্যায় বিচার আসা ছেড়ে দেশত্যাগের জন্য রাতের অন্ধকারকে বেছে নেয়। বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটিকে জাল দলিল করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লোকেরা উচ্ছেদ করতে দ্বিধাবোধ করে না এ যেন দেশ উদ্ভট উটের পিঠে সওয়ার হয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্ভব দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কথা কিন্তু ভারতে আজো সেভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। আমার বাংলাদেশে রাজধানী ঢাকা, বিভাগীয় জেলাসমূহ, উপজেলা থেকে শুরু করে গ্রামে-গঞ্জে সাঁওতালগণ আয়োজন করছে বিশেষ প্রার্থনা সভা, আলোচনা সভা এবং র‍্যালি কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আজো মেলেনি। সাঁওতালরা ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় স্বীকৃত আদিবাসী জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও জাতিসত্তার পরিচয়কে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি' মোড়কে মোড়ানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশে আমরা শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বে বসবাস করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সাঁওতাল হুল দিবসের চেতনার যেন সাদৃশ্য রয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর শহীদদের জানাই স্যালুট, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা॥

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরির জন্য আগ্রহী বাংলাদেশী নাগরিকদের (পুরুষ ও মহিলা) নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করছে। নিম্নে পদের জন্য যাবতীয় তথ্য প্রদান করা হল;

পদের নাম, সংখ্যা, বেতন	শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা
# **পদবী:** পরিচ্ছন্নতা কর্মী (ক্লিনার), **পদ সংখ্যা:** ৬ জন # **পদবী:** সহকারী ম্যাশন কর্মী, **পদ সংখ্যা:** ১ জন # **পদবী:** সহকারী প্লাম্বার, **পদ সংখ্যা:** ১ জন # **পদবী:** সহকারী কার্পেন্টার, **পদ সংখ্যা:** ১ জন # **পদবী:** সহকারী ইলেক্ট্রিশিয়ান, **পদ সংখ্যা:** ১ জন # **বেতন:** সকল পদে শিক্ষানবিশকালে মাসিক বেতন সর্বসাকুল্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা। শিক্ষানবিশকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের বেতন কাঠামো অনুযায়ী সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।	# **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** কমপক্ষে ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে। তবে এসএসসি পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। # **অভিজ্ঞতা:** সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে # **শারিরীক গঠন:** সুঠাম ও সু-স্বাস্থের অধিকারী হতে হবে। # **বয়স:** ২২ হতে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাজপত্রসহ (জীবন বৃত্তান্ত, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, পরীক্ষা পাশের/ কোর্স সমাপনী সনদ, ওয়ার্ড কমিশনার/ ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সনদ, ভোটার পরিচয় পত্রের কপি, ইত্যাদি) আগামী ১৩ জুলাই ২০২৩ তারিখের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাতে হবে। ধূমপান বা কোন নেশা গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তদের ইন্টারভিউতে ডাকা হবে।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানা:
রেজিস্ট্রার, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ২/এ, আরামবাগ, মতিঝিল, জিপিও বক্স: ৭, ঢাকা-১০০০

বিজ্ঞা/২১৬/২৩

মহান হুল দিবস

মিথুশিলাক মুরমু

৩০ জুন ১৬৮তম মহান হুল দিবস। ১৬৮ বছর পূর্বে সিদু-কানু, চাঁদ-ভাইরো-ফুলমনিদের নেতৃত্বে জমিদার, মহাজন, সুদখোর, দালাল ও তাদের আমলা-কাপলাদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিলো দুর্বার আন্দোলন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আদিবাসীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর নেমে এসেছিলো নির্যাতনের ষ্টিম রোলার। ১০ হাজার সাঁওতাল এই দিনে শপথ গ্রহণ করেছিলো যে, দেশ থেকে অন্যায়-অবিচার, জোর-জবরদস্তি, বৈষম্য এবং অরাজকতা চিরতরে বিনাশ করবে। প্রতিষ্ঠা পাবে ন্যায়ের, শান্তির শাসন ও বিচার ব্যবস্থা। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন শুরু হলেও শেষান্তে সহিংসরূপ ধারণ করেছিলো। এ দিনই হাজার হাজার সাঁওতাল অভিযোগ জানাতে বীরভূমের ভগনাডিহি থেকে সমতলভূমির উপর দিয়ে কলিকাতা অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এটিই প্রথম গণ পদযাত্রা। ঐতিহাসিক কে কে দত্ত তার 'দি সান্তাল ইন্সারেকশান' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– 'দুর্নীতিগ্রস্ত কোর্টের আমলা, মোক্তার, পিওন ও বরকন্দাজদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। যদিও মাঝে মাঝে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের দেখা মিলত, কিন্তু ভয়ে সাঁওতালরা সেখান থেকে দূরেই থাকতো। বাড়ির কাছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্ত দারোগা বা থানা পুলিশের ন্যায় বিচারের যে রূপ তারা দেখতে পেত তা মৃত্যুরই নামান্তর।' পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের দমননীতিকেও চ্যালেঞ্জ করে সরকারের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইংরেজ সরকার আদিবাসী সাঁওতালসহ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে নির্মমভাবে হত্যার পর ঠিকই তাদের অভিযোগগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইংরেজ সরকার ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিসমাপ্তিতে সাঁওতালদের পুনর্বাসন কাজে মনোনিবেস করেছিলেন। সাঁওতাল পরগণা সেটির চূড়ান্ত উদাহরণ।

আমার দেশের আদিবাসী সাঁওতালরা শতাব্দীকাল ধরে হুল দিবস উদযাপন করে আসছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত অধিকাংশরাই জানেন না সাঁওতাল বিদ্রোহের সঠিক ইতিহাস। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হুল দিবস সম্পর্কে এক প্রকার অন্ধকারে অবস্থান করে। সেই প্রেক্ষাপট থেকেই 'ধানজুড়ি আদিবাসী কালচারাল সেন্টার', দিনাজপুর থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এবং I. John Hasdak, Julian Tudu, G. Zonta কর্তৃক সম্পাদিত Hor Hopon- Santal Itihas। স্মরণাতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত এখানেই জাঁকজমকপূর্ণভাবে হুল দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়ায় একদা নাকি জাতীয় সংগীতের পর পরই সাঁওতাল বিদ্রোহের চেতনাময় গানটি গাওয়া হতো; যাতে কারে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। গানটি নিম্নরূপ–

Sido kanhu khurkhuri bhitore!
Cand Bhaero ghora yupore!
Dhose Re, Candre! Bhaero Re!
Ghora Bhaero muline mulin!

ভাবানুবাদ- সিদু-কানু খুড়খুড়ির (এক প্রকার পালকী) মধ্যে/ চাঁদ-ভাইরো ঘোড়ার ওপরে/দেখ রে চাঁদ রে ভাইরো রে/ঘোড়া ভাইরো আমাদের মলিন মুখো হয়ে গেছে। Hor Hopon- Santal Itihas জানা যায়, মহান সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিদু-কানু, চাঁদ-ভাইরো এই চারজন বীর্যবান যুবক হুল ঘোষণার পূর্বে দর্শন দেখেছিলেন–

১. শয়তানের (Saetanaḱ) (দেবতা) অবয়ব দেখলেন। এটি দেখার পরই তাদের মধ্যে সুদূর অতীতের বিষয়গুলোর উপলব্ধি অনুভব করলেন, যদি অতীতের মতোই দেবতার (শয়তানের) কর্তৃত্বের অধীনস্ত হই। আমাদের নিজস্ব ধর্ম-কর্ম হারিয়ে আমাদের জীবনাচরণ নষ্ট হয়ে যাবে এবং শেষান্তে একেবারেই ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবো।

২. ঠাকুর জিউ'য়ের (Thạkur Jiuaḱ) অবয়ব (অগ্নিরূপ অবয়ব)। ঠাকুর জিউ (ঈশ্বর) হয়তো কোনো বড় বৃহৎ কাজ সম্পাদনের জন্যই আমাদেরকে উৎসাহিত করছেন। আর এটির মাধ্যমেই হয়তো আমরা সকলেই রক্ষা পাবো এবং আমাদের উন্নয়নের জন্যই হয়তো আমাদের ডাক দিচ্ছেন।

৩. মান্দো সিঞের (Mando Siṅaḱ) মাথার ছবি। এটির অর্থ হচ্ছে– এই মান্দো সিঞ কর্তৃকই সুদূর অতীতে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিলো। হয়তো এবারও আমাদেরকে দেশ থেকে উদ্বাস্তু করে আমাদের বংশই নির্বংশ করতে পারে?

৪. সিঞ চান্দো (Siń Cando) অর্থাৎ সূর্যের দর্শন দেখলেন। দেখলেন সূর্য আর আলো দিচ্ছে না। ক্রমশঃই চারিদিকে অন্ধকার হচ্ছে। আর এটির অর্থ হচ্ছে– পৃথিবী এখন আলোর পথ থেকে বিচ্যুতি হয়ে গেছে। এই মুহূর্তেই আমাদেরকে অনতিবিলম্বে কোনো না কোনো কিছু একটা কাজ করতেই হবে।

৫. একটি মাত্র শাল গাছ (Sarjom dare)। এটির অর্থ হচ্ছে বন-বনায়ন শেষ হয়ে গেছে। সত্যিই কী আমরাও বনের মতোই শেষ হয়ে যাবো?

৬. ফাঁকা মাঠে একটি বিরাটাকায় পাহাড়। এটির অর্থ হচ্ছে– মারাং বুরু (Maraṅ Buru) সময়কালে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সে সময়ই আমাদের জাতিসত্ত্বার মৌলিকত্ব উপর থেকে নিচে, একেবারে তলানিতে নেমে গিয়েছিলো। অর্থাৎ দেব-দেবতাদের পূজা-অর্চনার মধ্যে দিয়ে। জাতিসত্ত্বার মান-সম্মান সমস্তই বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুদূর অতীতের মতোই আমরা আবারো যাযাবর জাতিতে পরিণত হলাম।

৭. সাদা কাপড় পরিহিত একজন মানুষ। এই মানুষের হাতে ছিলো সাদা কাগজ (খ্রিস্টিয়ান মিশনারী) অথবা (ঠাকুর জিউ-ঈশ্বর) আমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, আমাদের লেখাপড়া ব্যতীত আমাদের সাঁওতালদের কোনো রক্ষা বা উদ্ধার নেই। সেই মানুষটি নিজের সাদা কাগজটি ছিড়ে সাঁওতাল লোকদের কাছে হস্তান্তর করছেন। এই সমস্ত দর্শনের মূল বিষয়ই হচ্ছে– আমাদের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জন্য। ঠাকুর জিউ- ঈশ্বর আমাদের স্বাধীন করণার্থে উপলব্ধি দিচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন। আবার অনেকেই মনে করেন, শেষের যে দর্শনটি ছিলো, সেটি হলো- ঠাকুর জিউ তাঁর নিজের সাদা কাগজের একটি পুথি সিদু-কানু, চাঁদ-ভাইরোকে দিয়েছিলেন।

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

তিনি তো বেঁচেই আছেন

ড. আলো ডি'রোজারিও

বিজ্ঞান বানায় 'পর্যবেক্ষণকারী' মানুষ। দর্শন বানায় 'চিন্তাশীল' মানুষ। সঙ্গীত ও সাহিত্য বানায় 'সমগ্র' মানুষ। বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোরযে কত বড় মাপের 'সমগ্র' মানুষ ছিলেন তা আমি তাঁর জীবদ্দশায় বুঝতে পারিনি। এই বুঝতে না পারার অক্ষমতায় আমার মন খারাপ হয়। আমি ব্যথিত মনে খুঁজে খুঁজেবের করি- আমার মতো আর কে কে একই ভুল করেছেন। আইরিশ নাট্যকার, সমালোচক ও যুক্তিবাদী লেখক জর্জ বার্নার্ড শ' মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরে লিখেছিলেন, 'এত ভালো মানুষ হওয়ার দায় কত'। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর আগে জর্জ বার্নার্ড শ' জানতেন না, তিনি কতো ভালো মানুষ ছিলেন। আমরাও তো অনেকেই জানি না কিংবদন্তী কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোর কতো ভালো মানুষ ছিলেন। তবে সকলে এখন অনুধাবন করি, এন্ড্রু কিশোরের মতোন ভালো ও সমগ্র মানুষ সবসময় জন্মায় না।

মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন, 'যে জন্মায় তার মৃত্যু যেমন নিশ্চিত, তেমনি যে মরে তারও জন্ম নিশ্চিত।' এজন্য অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা উচিত নয়। মহাত্মা গান্ধী নতুন এমন কি লিখলেন এখানে মৃত্যুকে নিয়ে? নতুন কিছুই না। যা সব সময়ের জন্যে সত্য তাই তো লিখলেন। মৃত্যু যেমন সত্য, কান্নাও তেমনই সত্য। যত সত্য তত কান্না। অনেকের প্রিয়, ভালোবাসার ও হৃদয়ের কাছের মানুষ এন্ড্রু কিশোর সশরীরে কাছে নেই, এটা অতিসত্য। তাই, অতীব কান্নার। কিন্তু তিনিতো আছেন, আমাদের আশেপাশে। হয়ত আছেন তিনি আমাদের একদম মাঝখানেই। মনে একান্ত বিশ্বাস নিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখেন পাক্ষিক স্বর্গমর্তের প্রচ্ছদের ছবিটির দিকে, যা প্রকাশিত ২০২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্টে। সত্য ও বিশ্বাসের পরিচয় গলায় ঝুলিয়ে, সম্মোহনী হাসি-লাগা মুখে, সুগভীর দৃষ্টি নিয়ে কিশোর তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে- কিছু একটা বলবেন বলে? কাকে বলবেন? কী বলবেন? নিঃশব্দে বলাসেসব কথা শুনতেযে পরিমাণ ভালোবাসা দরকার সেটুকু ভালোবাসা তাঁকে আমরা তাঁর জীবদ্দশায় কতজন দিতেপেরেছি? তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শনে ও মর্যাদাদানে আমরা কতটুকু আন্তরিক ছিলাম? ভেবে দেখে আমাদের ভবিষৎ আমরাই বিনির্মাণ করতে পারি।

আমি কখনো এই মহান কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোরকে একদম কাছে থেকে দেখি নি। দূর থেকে দেখেছি। তাদের রাজশাহীর বাড়ী চিনি, তাদের তখনকার পারিবারিক ঔষধের দোকান চিনতাম, কয়েকবার ঔষধও কিনেছি হর গ্রামের সেই দোকান থেকে, তার ভাই স্বপন বসতো সেই দোকানে। তার ভাইয়ের শ্বশুর যখন কারিতাস রাজশাহীর আঞ্চলিক পরিচালক আমি তখন ছিলাম ঢাকাস্থ কারিতাসের কেন্দ্রীয় অফিসে। বছরে বেশ কয়েকবার রাজশাহী যেতাম। রাজশাহী অবস্থানকালে প্রতিদিন বিকালে পদ্মার পাড়ে না গিয়ে থাকতে পারতাম না। কারিতাস অফিস হতে পদ্মার পাড়ে যাওয়া-আসার পথে দেখা মিলত এই দেশ মাতানো ও হৃদয় কাঁপানো কণ্ঠশিল্পীর

প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পীএন্ড্রু কিশোর

বাড়ির, যে বাড়ীতে আমি কখনো ঢুকি নি। চোখে একরাশ সমীহ নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখতাম আর ভাবতাম, এই বাড়ির সেই ছেলেটিই তো এপার-ওপার দুই বাংলার, এমন কী বিশ্বব্যাপী তাবৎ বাঙালির সুপ্রিয় তারকা-শিল্পী। একবার তাদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে কিছুটা আনমনা হয়েছি হয়তো। আমার এই আনমনা ভাব লক্ষ্য করে কারিতাস রাজশাহীর আঞ্চলিক পরিচালক শ্রদ্ধেয় পল ডি'রোজারিও জিজ্ঞেস করেছিলেন- যাবেন ভেতরে? কিশোর আছে বাসায়, আজই বিকেলে এসেছে ঢাকা হতে। আজ না, আর একদিন নাহয় যাবো- উত্তরে আমি বলেছিলাম। আর যাওয়া হয় নি।

দর্শক-নন্দিত এন্ড্রু কিশোরকে কাছে থেকে কখনো দেখি নি, উপরে লিখেছি। তার সাথেফোনে কথা বলারও আমার সুযোগ হয় নি। তাতে দুঃখ পেতে পারতাম কিন্তু পাই না। কারণ লেখা পড়তে পড়তে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যেমন আমার একান্ত কাছের ও প্রিয় মানুষ, গান শুনতে শুনতে 'কণ্ঠশ্রমিক' এন্ড্রু কিশোরও আমার অনেক কাছের ও অনেক প্রিয় মানুষ। আমাদের প্রিয় মানুষদের, খুব কম হলেও, কেউ কেউ একদম মনের মানুষ হয়ে যায়, আর তখন তাঁরা বসবাস করেন মনের মধ্যেই। রবীন্দ্রনাথকে আমি কাছে থেকে দেখি নি, তাতে কী, তিনি যে আছেন আমার মনের মধ্যে। কিশোরকেও আমি দেখি নি কখনো কাছে থেকে, তাতেও কিছু আসে যায় না, তিনি তো আছেন আমার মনের মধ্যেই। তিনি থাকবেন, সুরে-সুরে ও গানে-গানে।

জনাব কবির বকুলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এন্ড্রু কিশোর বলেছিলেন, "আমি একজন কণ্ঠশ্রমিক। বৃহত্তর কোনো বিষয় নিয়ে ভাবনা কিংবা আশা করার কাজ আমার নয়। তবে একজন শিল্পী হিসেবে কিছু ভাবনা তো অবশ্যই আছে। শুধু এই মুহূর্তে বলতে চাই, আমরা যেন আগামী প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতিকে নিরাপদভাবে পৌঁছাতে পারি" (স্বর্গমর্ত, জুলাই-আগস্ট, ২০২০)। তাঁর এই বিনয়ী মনোভাব ও সংস্কৃতি ভাবনা জানান দিয়ে যায় কী বড় মাপের মানুষ ছিলেন তিনি। আমাদের সমাজে বিনয়ের প্রকাশ তেমন একটা দেখা যায় না। আমরা শ্রদ্ধা পেতে চাই, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়েও। অথচ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পয়সা লাগে না, একটু বিনয়ী হতে হয়। একই সাক্ষাৎকারে যখন দেশে-বিদেশে নামী-দামী ওস্তাদদের কাছে তালিম পাওয়া এই অনন্য শিল্পী এন্ড্রু কিশোর গানের সুর ও কথা বিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আসলে আমি নিজেকে এত জ্ঞানী মনে করি না। কথা কিংবা সুরের ওপর আমার এতটা জ্ঞান নেই। আমার জ্ঞান শুধু গায়কীতে।" তাঁর বিনয় দেখে আমি বোকা বনে যাই, আর না গিয়ে উপায় কী।

দেশবরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোরকে আমি জানি তার শত শত গানের মাধ্যমে। তার দেয়া বহু সাক্ষাৎকার আমি পড়েছি। বহু গুনীজন ও তার আপনজনের অনেকে তার ওপর লিখেছেন, পড়েছি সে সবও। এন্ড্রু কিশোর নিজে কয়টি লেখা লিখেছেন? কারো জানা আছে? তিনি কী নিয়মিত বা অনিয়মিত রোজ নাম চা বা দিনলিপি লিখতেন? তিনি কী তাঁর চিন্তাভাবনা মাঝে-মধ্যে লিখতেন? এই ধরনের আরো অনেক প্রশ্ন জাগে মনে। কেউ না কেউ এই সব প্রশ্নের উত্তর যেন খুঁজেন 'সমগ্র' এন্ড্রু কিশোরকে জানার জন্যে। আমার সৌভাগ্য যে আমি লেখক এন্ড্রু কিশোরের একটি লেখা পড়েছি। 'বড়দিনে বড় মন' নামে তার

এই লেখাটি প্রথম ছাপা হয় স্বর্গমর্ত পাক্ষিক পত্রিকার ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন সংখ্যায়। এন্ড্রু কিশোরের লেখাটির শুরু এইভাবে- "শিল্পী তো মানুষ। তাই কর্ম নিয়েই কেটে যায় দিনের বেশী সময়। এর মধ্যে প্রতিদিন গানের রেওয়াজের সময় ঈশ্বরের ভাবনা চলে আসে। সংগীত মানেই যে প্রার্থনা।" এতটুকু পাঠেই আমি অভিভূত, তার ঈশ্বর-ভাবনা ও ঈশ্বর-সাধনা দেখে। আমি আরো বেশি অভিভূত যখন তার এই লেখায় অন্যের সাথে আচরণ বিষয়ে পড়ি- "আমাকে একজন বকা দিতেই পারে। বিনিময়ে তাকে পাল্টা বকা না দিয়ে লোকটি কেন আমাকে বকা দিল, সেটা ভাবার চেষ্টা করি। খুঁজে বের করতে চাই আমার কোন আচরণ তাকে কষ্ট দিয়েছে? হয়ত নিজের অজান্তে কষ্ট দিয়েছি বলেই তিনি আমাকে বকা দিচ্ছেন। এসব হয়ত ধর্মীয় শিক্ষার ফল।" এন্ড্রু কিশোরের এইলেখা পাঠে আমরা সম্যক বুঝতে পারবো- মনে-প্রাণে ও জীবনাচরণে এন্ড্রু কিশোর বাইবেলের শিক্ষাকে কতটা আন্তরিকতা সহকারে অনুসরণ করতেন। ধর্মাচরণে তিনি কতটা নিষ্ঠাবান ছিলেন।

যারা মহাপ্রস্থান করেন তারা বেঁচেই থাকেন। তাই কবি লিখেছেন:

"Do not stand at my grave and weep
I do not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning hush
I am the swift uplifting rush.
Of quiet birds in circled flight
I am the soft stars that shine at night.
I am not there. I did not die."

Mary Elizabeth Fyre

এই কবিতার কবির বিশ্বাস, প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে নশ্বর এই পৃথিবী ছেড়ে অবিনশ্বর সেই পরপারে যারা চলে যান তাঁরা মৃদুমন্দ বাতাস হয়ে, শরতের হালকা বৃষ্টির আকারে, পাকা শস্যদানায় সূর্যের হাসিতে, শূণ্যে ভেসে বেড়ানো নিশ্চুপ পাখির মালায় ও আকাশের মিটিমিটি তারা হয়ে আমাদের আশেপাশেই আছেন। কবির বিশ্বাস যা আমার বিশ্বাসও তা। আসুন আমরা সকলে বিশ্বাস করি, এন্ড্রু কিশোর আমাদের মাঝেই আছেন। থাকবেন। আমাদের মঙ্গল কামনায় নিরন্তর প্রার্থনা করার জন্যে॥ ৯০

একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা

রবি পেরেরা

আমি আমার দেখা ও চেনা একজন মুক্তিযোদ্ধার বিষয়ে আপনাদের নিকট দু'টি কথা নিবেদন করছি। নাম: হেনরী পেরেরা, পিতার নাম: খাকুরী মার্টিন পেরেরা (স্বর্গীয়) এবং মাতার নাম: তেরেজা পেরেরা (স্বর্গীয়া), গ্রাম: চড়াখোলা, পঞ্চায়েত বাড়ি (চান্দার বাড়ি)। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি হেনরী পেরেরা লেখা-পড়া ও খেলা-ধূলাতে বেশ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই সাহসী ও শক্তিশালী।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন দেশ রক্ষার জন্য বাংলার জনগণ, বিশেষত তরুণ ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আগরতলা যান প্রশিক্ষণ নিতে। সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার জন্য সুপরিচিত হেনরী পেরেরাও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

তার সাথে আমাদের গ্রামের আরও তিনজন সাহসী তরুণ জেমস্ কিরণ রোজারিও, ইগনেসিউস সুশান্ত গমেজ এবং বিজয় রিবেরুও আগরতলা যান মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য। এ তিনজন ব্যতীত গ্রামের আরও কিছু ত্যাগী তরুণ মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য আগরতলা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদেরকে অন্য ফ্রন্ট দিয়ে ঢোকার নির্দেশনা দিয়ে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন, গিলবার্ট পেরেরা, সেন্টু পেরেরা, অরুণ রোজারিও সহ আরও অনেকে।

যখন হেনরী, কিরণ, সুশান্ত ও বিজয় আগরতলা চলে যায়, তখন আমাদের বাড়িতে খবর রটে যায় যে হেনরী মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিতে আগরতলা গিয়েছে, তখন আমার কাকীমা অর্থাৎ হেনরীদার মা কান্নাকাটি শুরু করেন। একইভাবে, গিলবার্ট ও সেন্টু পেরেরার আগরতলার উদ্দেশে বাড়ি ত্যাগের ঘটনা জানার পরও বাড়িতে কান্নার রোল পড়েছিল। আমার জ্যেঠিমা অর্থাৎ গিলবার্টদার মা ও সেন্টুদার মা অর্থাৎ আমার কাকীমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তখন বাড়িতে কি যে এক করুণ অবস্থা- তখন আমার বয়স মাত্র ছয়, তবুও আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে সেই দৃশ্য।

এর কিছুদিন পরেই দেখি চারিদিকে গোলাগুলির শব্দ। বাড়ির উপর দিয়ে যুদ্ধ বিমান ভয়ানক শব্দ করে এদিক ওদিক যাচ্ছে। যেখানে সেখানে বোমা ফেলছে। অর্থাৎ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী চারিদিকে হামলা শুরু করে দিয়েছে। মুক্তি বাহিনীদের সাথে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে আমাদের সাধারণ জনগণকে হত্যা ও মা বোনদের ইজ্জতহানী করে নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলো। আর এই দিকে আমাদের মুক্তি বাহিনী ভাই ও বোনেরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে দেশকে মুক্ত করার জন্য। চারিদিকে শুধু কান্না, গুলাগুলি এবং বোমার আওয়াজ। যুদ্ধ চলছে মুক্তি বাহিনীর সাথে। যেদিন মুক্তি বাহিনীর কয়েকজন নলছাটা রেলপুল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ট্রেনে করে আসছিল। কিছু পাকিস্তানী সৈন্য সে আক্রমণে হতাহত হয়। ঐ অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন হেনরী, কিরণসহ ওদের সাহসী দল। ওরা অন্যান্য মুক্তি বাহিনী ভাইদের সাথে সাহসের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমাদের গির্জার পাশে যে রেলপুল আছে, সেখানেও আমাদের মুক্তি বাহিনীর সাথে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে বাঙ্গালহাওলা গ্রামের সন্তোষ, পিপ্রাশৈর গ্রামের অরুণ, রিচার্ড প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী বাহিনীর সামনে বেশী সময় টিকতে না পেরে পরে তারা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পিছিয়ে যান।

এই দিকে নলছাটা পুল ধ্বংস করা এবং গির্জার রেলপুলের সংঘর্ষসহ অন্যান্য যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী দড়িপাড়া গ্রামসহ বিভিন্ন গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। আড়িখোলা স্টেশন, কালীগঞ্জ মিলগেইটসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আগুন দেয়া হয়। তখন সেকি অবস্থা! কে মরবে কে বাঁচবে বলা মুশকিল। এমন অবস্থা নিজের চোখে যে না দেখেছে, সে কিভাবে বিশ্বাস করবে যুদ্ধের কি করুন অবস্থা হয়।

যখন অবস্থা খুবই বিপজ্জনক, তখন আশেপাশের গ্রাম হতে অনেক মানুষ (মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান) আমাদের গির্জাঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গির্জার ফাদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক মুসলিম ও হিন্দু লোকজন গলায় ক্রুশসহ মালা পড়েছে বাঁচার জন্য। এছাড়া আরও অনেক লোক আমাদের চড়াখোলা গ্রামের টেকবাড়ির পাশে নীচু এলাকায় রিফিউজী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। চারিদিকে হাহাকার ও বিপজ্জনক অবস্থা দেখে আমার জ্যাঠা-কাকারা সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের সবাইকে আমাদের গ্রামের আরও অনেক দক্ষিণে অবস্থিত প্যারাগুদি

গ্রামে নিয়ে যাবেন। আর আমাদেরকে সাহস ও নিরাপত্তা দেয়ার জন্য আমাদের সাথে যাচ্ছিলেন আমাদের মুক্তি বাহিনী দাদা হেনরী ও তার দলের আরও কয়েকজন। এর মধ্যে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কিরণ, গিলবার্ট, সুশান্ত ও বিজয়। আমার এখনও মনে পড়ে, যখন আমরা প্যারগুদি যাবার জন্য আড়াগাঁও গ্রামের উপর দিয়ে হেঁটে ঐ গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত তামী'র বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম, তখন, হেনরী দাদা আমার মাথায় গুলির বাক্সটা দিয়েছিলেন। আর আমি সেটি মাথায় নিয়ে কিছুদূর যাবার পর যখন আমি আর নিতে পারছিলাম না অর্থাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তখন হেনরী দাদা সেটি নিয়ে নিয়েছিলেন। তবে সে ঘটনাটি আমার কাছে এখনও স্মৃতি হয়ে আছে। হেনরী, কিরণ, সুশান্ত ও বিজয়, চারজনই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। যখন আমরা প্যারাগুদি পৌঁছলাম তখন আমাদের এক বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো। আর মাঝে মধ্যে হেনরী দাদার দল এসে আমাদেরকে দেখে যেতেন এবং বলে যেতেন, আমরা যেন ভয় না পাই।

এভাবে রিফিউজী হিসেবে থাকার এক পর্যায়ে যুদ্ধও শেষের দিকে আসতে লাগলো। যখন ইন্ডিয়ার সৈন্য বাহিনী আমাদের এলাকায় আসলো তখন ইন্ডিয়ান সৈন্যদের সাথে হেনরী, কিরণ, সুশান্ত, বিজয়সহ মুক্তি বাহিনীর অন্য সদস্যবৃন্দ একসাথে মিলে পূবাইলে পাকিস্তানী সেনাদের অনেককে হত্যা করলো এবং অনেককে বন্দী করলো। অন্য দিকে সন্তোষ, রিচার্ড, আলী হোসেনদের দল ইন্ডিয়ান সৈন্যদের সহযোগিতায় যখন কালীগঞ্জকে মুক্ত করলো, তখন, জয়ের আনন্দে মানুষ আস্তে আস্তে নিজেদের বাড়িতে ফিরতে শুরু করলো। এমন অবস্থায় আমরাও আমাদের বাড়িতে ফিরলাম। ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস, চারিদিকে আনন্দ ও বিজয় উল্লাস। ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা বেলা আমাদের দুয়ারে (উঠানে)। হেনরী দাদা তার কাছে যে রাইফেল ছিল তা দিয়ে উপরের দিকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে আনন্দ উল্লাস করতে লাগলেন। সেই সময় আমার কাকাত বড়বোন, খুকী দিদি বললো, হেনরী দাদা আমিও গুলি করতে চাই। একথা শুনে হেনরী দাদা খুকী দিদিকে তার হাতের রাইফেলটা দিয়ে, হাত ধরে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে হবে। আর তখন খুকী দিদিও কয়েকটি গুলি করলো। তখন কি যে আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

এর কয়েক দিন পর আমাদের বড়দিন। আমরা বেশ আনন্দের সাথে বড়দিন উদযাপন করলাম। দেশ স্বাধীন হলো, মুক্তি বাহিনী ভাইয়েরা কেউ কলেজ পড়তে লাগল, কেউবা অন্য পেশায় গেল। হেনরী দাদা কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজে পড়াশোনা করতে লাগলো। লেখা-পড়া, খেলাধুলা ও তরুণ সংঘ করে তার দিন ভালই কাটতে লাগলো। খেলা-ধুলাতেও তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে, ফুটবল, হাডুডু, এবং শক্তির লড়াই, যেমন, রশি টানা, লাঠি টানা প্রভৃতি খেলাতে তার বন্ধুরা কেউ তাকে হারাতে পারতো না। তাছাড়া তিনি তরুণ সংঘের মাধ্যমে অন্যদের সাথে মিলে গ্রামে বিভিন্ন রকম সেবা মূলক কার্যক্রম করতেন। যেমন, তুফান বা ঝড়ে কারও ঘরের চাল বা ঘর পড়ে গেলে তা মেরামত করে দেওয়া, অসহায় বা অসুস্থ কাউকে আর্থিক সহযোগিতা করা, অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া প্রভৃতি। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন। বিভিন্ন সময়ে নাটকে অভিনয়ও করতেন। অভিনয়ে তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। এছাড়া, মহান বীর মুক্তিযোদ্ধা হেনরী পেরেরার আরেকটি শখ ছিলো। তা হলোঃ জ্যাঠা ও কাকাদের সাথে শিকার করতে যাওয়া। দল বেঁধে মাছ ধরতে যাওয়া, বিশেষ করে, বেলাই বিল ও পূবাইল তুরাগ নদীতে মাছ ধরতে যাওয়াতে তিনি খুব দৃশ্যমান ছিলেন।

আমার একটি স্মৃতি এখনও মনে পড়ে। এক দিন মুক্তিযোদ্ধা হেনরী দাদা আমাকে তার মুক্তি বাহিনীর প্রশিক্ষণের কথা শুনালেন। কিভাবে আগরতলা গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তার কিছু বিবরণ আমাকে দিলেন। যখন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দিয়ে মুক্তি বাহিনীতে যাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন, তখন তিনি মন স্থির করলেন যে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য আগরতলা যাবেন। তাই বাড়িতে কাউকে না বলে চুপ করে বেড়িয়ে পড়েন। যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন তখন খুবই সতর্কতার সাথে যেতে হচ্ছে। কারণ, জায়গায় জায়গায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আছে। ধরা পড়লে বা দেখে ফেললে তো মেরে ফেলবে। যখন নরসিংদী পার হয়ে কুমিল্লা জেলার বর্ডারে এক বাড়িতে রাতে আশ্রয় নিয়েছেন রাতটুকু থাকার জন্য, তখন সেই বাড়ির লোকজন বেশ যত্ন সহকারে তাদের গ্রহণ করলো। তারা খাসির মাংস রান্না করে তাদের জন্য খাবার পরিবেশন করে। খেতে বসে তারা হঠাৎ শুনতে পান অদূরে বুট জুতার শব্দ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন, অনেক জন পাকিস্তানী সেনা আসছে ঐ বাড়ির দিকে। তখন বুঝতে বাকী রইলো না যে এটা রাজাকারের বাড়ি। তাড়াতাড়ি করে তারা সবাই পিছন দরজা দিয়ে জোরে দৌঁড়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন। সেখান থেকে যাওয়ার পথে পড়লো এক খাল। উপায়ন্তর না দেখে লুঙ্গি হাতে নিয়ে শুধু আন্ডার প্যান্ট পড়ে খাল পার হলেন। ওপাড়ে পৌঁছেই আবার শুনতে পান পাকিস্তানী সেনাদের পায়ের বুটের শব্দ। তখন তারা খাল পাড়ে যে ঝোপজঙ্গল ছিল তার নীচে আশ্রয় নিলেন। অল্প সময় পরে দেখেন শরীরে অনেক জোক। সে জোক হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ফেলতে হলো। কোনো শব্দ করার উপায় নেই। কারণ, আওয়াজ পেলে তো পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তৎক্ষণাৎ গুলি করবে। এভাবে সারা রাত সেখানে কাটানোর পর ভোর বেলা সেখান থেকে নিরাপদে আগরতলা গিয়ে পৌঁছান।

তারপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে গ্রুপ অনুযায়ী যুদ্ধের জন্য দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়। আর তারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছেন। তাদের বীরত্বের ও ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের এবং কয়েক লক্ষ মা-বোনদের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ পেয়েছি। আমরা তাদের কাছে ঋণী। হেনরী দাদার সেই স্মৃতি আজ ও আমার মনে ভেসে উঠে।

আজকে লিখতে বসে মুক্তিযোদ্ধ হেনরী পেরেরার বিষয়ে অনেক স্মৃতিই মানস পটে ভেসে উঠছে। সেসবের কিছু কিছু পর্যায়ক্রমে পাঠকবৃন্দের উদ্দেশে আলোকপাত করতে চাই।

আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখনকার একটি ঘটনা। মহান মুক্তিযোদ্ধো হেনরী পেরেরা খুবই সাহসী ছিলেন। এক দিন দেখি দাদা আমাদের বাড়ির পাশের ঝোপঝাড় থেকে একটি বিষাক্ত cobra সাপ মেরে আনেন। আমাদের রান্না ঘরের পিছনে যে পেয়ারা গাছ ছিলো, সেই গাছের ডালে রশি দিয়ে সেই সাপটি বেঁধে চামড়া ফেলে দিয়ে, ভালো মতো পরিষ্কার ও ধৌত করে, নিজের হাতে, সেই সাপটি রান্না করে খান। এখনও সেই দৃশ্য মনে পড়লে কেমন জানি গা শিউরে ওঠে।

দাদা নিজের শক্তিমত্তা ও সাহসিকতা দিয়ে এমন সব কাজ করতেন যাতে আশেপাশের সকলের তাক লেগে যেত। এক দিন সন্ধ্যা বেলা আমাদের উঠানে কাপড় শুকানোর জন্য যে মোটা লোহার তার, বড়ঘর (শোবার ঘর) থেকে রান্না ঘরের কোনায় বেঁধে রাখা ছিল, সেই তারটি তিনি টান মেরে দুই টুকরো করে ফেললেন। এরকম আরও অনেক ঘটনা তিনি ঘটাতেন যেগুলো তার নিকট ছিল মামুলী কিন্তু আশেপাশের সবাই তাজ্জব বনে যেত। আমরা ছোটরা এসব দেখে কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্তও থাকতাম।

এখন এমন একটি ঘটনা বলব যেটি হয়তো বিজ্ঞান ও যৌক্তিকতার বিচারে বিশ্বাস্য মনে হবে না। তবে আমি শিশু বয়সে ঘটনাটির সংস্পর্শে এসেছিলাম এবং এখনও আমার স্মৃতিতে সেটি আছে। আর এরকম ঘটনা সেই সময় আমাদের এলকার সব গ্রামেই দু'একটি ঘটেছে বলে শুনা যেত। আমাদের গ্রামের কগার বাড়ির (শ্রদ্ধেয় সুনীল ডি'কস্তার বাড়ি) আমাদের বাবা-কাকা-

জ্যাঠাদের মামার বাড়ি। সে হিসেবে সুনীল কাকার বাবা আমাদের মামার বাড়ির দাদু। সেই দাদুর সাথে হেনরী দাদার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যে ছিল দাদু-নাতীসুলভ মধুর সম্পর্ক। আমাদের শোনা মতে, ঘটনার দিন রাত নয়টার দিকে দাদুর রূপ ধরে আসা শয়তান হেনরী দাদাকে উঠানে একা পেয়ে বলে, চলো দাদু, তুমি, আমি আর ফিলিপ স্যার, এই তিন জনে মিলে, পূর্ব পাশের ঐ গাব গাছের নীচে বসে পার্টি করে আনন্দ করি। দাদাও কগা দাদুর কথায় বিশ্বাস করে তার সাথে সেখানে গেলেন। দাদা সেখানে ফিলিপ স্যারকে না দেখে যখন জানতে চান, ফিলিপ স্যার কোথায়? তখন শয়তান একজন থেকে তিনজন হয়ে যায় এবং পরক্ষণেই হয়ে যায় সাত জন। সাতজনে মিলে, দাদাকে ঝাপটে ধরে মারতে লাগলো। দাদা প্রথমে তাদেরকে ডাকাত দল মনে করে তাদের সাথে মারামারি করতে লাগলো। দাদাকে তারা গাব গাছের তলা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত তালতলাতে নিয়ে গেলো। যখন দাদার একটু খেয়াল হলো, তখন তিনি সাহায্যের জন্য জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন। আমাদের জ্যেঠাতো ভাই, গিলবার্ট দাদা, হেনরী দাদার ডাক শুনতে পান। গিলবার্ট দাদা, আমার মা ও আমিসহ বাড়ির আরও অনেকে গিয়ে হেনরী দাদাকে বাড়িতে নিয়ে আসি। তাকে গরম পানি দিয়ে গোসল করানো হয়। কারণ দাদার শরীরে শুধু বিজল ছিল। এতে সবাই বলাবলি করতে থাকে যে দাদা আসলে শয়তানের/ভূতের সাথে লড়াই করেছেন এবং শয়তান দাদাকে বিজল দিয়ে ছেড়ে চলে গেছে। তাহলে কতো সাহসী ও শক্তিশালী হলে এমন অবস্থায় জয়ী হতে পারে। পর দিন দাদা আমাদের কাছে সেই ঘটনার বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। যারা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন তারা এ ঘটনাটিও সহজে বিশ্বাস করবেন এবং শোনার পর নিজেদের বা অন্যের কাছ থেকে শোনা আরও দু'একটি ঘটনা সহভাগিতা করবেন। আবার যারা যৌক্তিক বা বিজ্ঞান মনস্ক, তারা এটিকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেবেন। এটা ভূতপ্রেতের কান্ডই হোক আর দাদা মানসিক কল্পনার প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে কল্পনায় তা দেখে থাকুন না কেন, এটি সত্যি যে আমরা দাদার চিৎকার শুনে সবাই গিয়ে দাদাকে সেখানে বিধ্বস্ত অবস্থায় পেয়েছিলাম এবং পরদিন দাদা তার গাব গাছ তলার যাবার ঘটনাটি এমনিভাবেই আমাদের নিকট বর্ণনা করেছিলেন। সে বর্ণনা স্মরণ করেই আমি এটুকু লিখলাম।

তারপর দিন যেতে লাগলো। জাতির পিতা শেখ মুজিবুরকে হত্যা করা হলো। আর দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও পাল্টে গেল। কিছু মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা জাসদ সংগঠন করে দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করলেন। আর বিশেষ করে আমাদের এলাকায় এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে তখন বসবাস করা খুবই কঠিন হয়ে পড়লো। ইমদাদুল (ইন্দু) আর আলী হোসেন নামক দুই গ্রুপ হয়ে এলাকায় ত্রাস করতে লাগল। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে মেরে ফেলতে লাগলো। আগেই বলেছি, মুক্তিযোদ্ধা হেনরী পেরেরা ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী। তিনি ঢাকাতে কাজ করছিলেন। কোন খারাপ কাজে বা আলী হোসেন বা ইমদাদুল কারও দলের সাথেই জড়িত হননি। তিনি তার মতো করে পথ চলতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখেন দেশের অবস্থা খুবই খারাপ ও বিপদজনক, তখনই তিনি বুদ্ধি করে বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে যান। অনেক বছর বিদেশ করার পর দেশে আসলেন। এরমধ্যে ইমদাদুল ও আলী হোসেনসহ অনেকেই নিহত হলো। দেশে মোটামুটি শান্তি ফিরে আসলো। হেনরী পেরেরা তারপর জাপনস্থ বাংলাদেশ এম্বাসীতে সম্মানের সাথে অনেক বছর কাজ করেন। তিনি নিজের পরিবারের মা-বাবা, ভাই- বোনদের সুন্দর ও সুখের জীবনের কথা চিন্তা করে এতো টাকা উপার্জন করা সত্ত্বেও নিজে কখনও বিয়ে করেননি। তিনি পরিবার ও সমাজ ও সংঘ-সমিতির জন্য তার মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী ও সমাজ সেবাকারী এবং সংঘ বৎসল। এমন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সালাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মুক্তিযোদ্ধা হেনরী পেরেরা ছিলেন কর্মঠ ও সৎ। তিনি অনেক বছর বিদেশে চাকরী করে নিজের ভাই-বোনদের জন্য মাধব নগর টেকে জমি কিনে বাড়ী করেন। এই মহান বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজের জন্য চিন্তা না করে পরিবারের, সমাজের ও সংঘ সমিতির জন্য নিজের অবদান রেখে গেছেন।

দাদা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে জাপান থেকে বাড়িতে আসেন। সেখানকার বাংলাদেশ এম্বাসীতে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ স্ট্রোক করে দীর্ঘ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর তাকে দেশে পাঠানো হয়। দাদা যখন বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন, তখন দাদাকে দেখে খুবই কষ্ট লাগতো। দাদাও শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতেন এবং চোখের জল ফেলতেন। তখন দাদাকে দেখে খুবই নিঃস্ব ও অসহায় মনে হতো। শক্তিশালী ও সাহসী দাদা অসুস্থ হয়ে খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। এমনকি, নিজে নিজে ঠিক মতো হাঁটতে বা চলতেও পারতেন না। ঠিক মতো খেতেও পারতেন না। তিনি ছিলেন খুবই অসুস্থ। দাদার সাথে আমার শেষ দেখা হয় ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে। এরপর আমি ফ্রান্সে চলে আসি। আর দাদা ২০১৯ সালে মারা যান। দাদাকে আর দেখা হলো না।

আমার স্মৃতিতে তার অবদান, দেশপ্রেম ও মানবসেবা অমর হয়ে থাকুক সেই শুভকামনা ও প্রত্যাশা করছি। ঈশ্বর তাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখুন- এই প্রার্থনা করি। নিঃসন্দেহে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা হেনরী পেরেরা আমাদের চড়াখোলা গ্রামের গর্ব। অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা, কিরণ, সুশান্ত ও বিজয়ও আমাদের গ্রামের গর্ব ও সম্মানিত ব্যক্তি। তাই প্রত্যাশা করি, এই মহান বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ চড়াখোলা গ্রামের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকুক। বর্তমান ও পরের প্রজন্ম যেন জানতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীন বাংলাদেশ। চড়াখোলা একটি আদর্শ গ্রাম। শ্রদ্ধাভাজন চার মুক্তিযোদ্ধাগণ সেই আদর্শ চড়াখোলারই সন্তান। জয় বাংলা, জয় বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দের।

[লেখকের নিজস্ব মতামত ও দেখার উপর ভিত্তি করে লেখাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই ভুল ক্রটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী] ॥ ৯

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪
নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রী:; সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রী:,
পূণ; সংশোধিত নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ: ০১/০৩/২০২৩ খ্রী:।
গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

ব্যবস্থাপনা কমিটি বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ জুন ২৫, ২০২৩ খ্রীঃ

এতদ্বারা গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের সন্মানিত সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, আগামী সেপ্টেম্বর ১, ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে গোল্লা ধর্মপল্লীস্থ শহীদ ফা: ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তনে বিশেষ সাধারন সভায় ব্যাবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সদস্যদের সরাসরি ভোটে ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন ভাইস- চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন সেক্রেটারী, ০১ (এক) জন ম্যানেজার, ০১ (এক) জন ট্রেজারার এবং ০৪ (চার) জন ব্যাবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ সর্বমোট ০৯ (নয়) জন নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন কমিটি কতৃক যথাসময়ে নির্বাচনী তফসিল ঘোষনা করা হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন অংশগ্রহন করত: ভোট প্রদানের জন্য এবং বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনী কাজে সহযোগীতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, খসড়া ভোটার তালিকার বিষয়ে কোন সদস্যদের আপত্তি থাকলে নোটিশ প্রদানের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট তাদের আপত্তি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে -

আগষ্টিন গমেজ
চেয়ারম্যান
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

পিটার প্রভাত গমেজ
সেক্রেটারী
গোলস্না খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২১৯/২৩

বাড়ীওয়ালা ভার্সেস ভাড়াটিয়া

মিল্টন রোজারিও

কলিং বেলেরে শব্দ শুনে মিসেস রুনা ফুলিকে বলে,
- দেখ তো ফুলি এই ভর দুপুর সময় কে এলো।
- দেখতাছি মাসি।
  তিন বছরের নাতি সমু ড্রয়িং রুমে বসে খেলছিল। কলিং বেল বাজতেই ফুলিকে বলে,
- ফুলি কে জানি আসছে ?
- দেখতাছি খালুজান। দেখতাছি। আপনি বইয়া বইয়া খেলতে থাকেন।
- আমাকে খালজানু বলবে না।
- ভুল অইয়া গেছে সমুবাবু। আর কমু না।

ফুলেশ্বরী মুরমু রাজশাহী নওগাঁর মেয়ে। অনেক বছর হয় এই পরিবারের সাথে রয়েছে। ঘরের সমস্ত কাজ এক হাতে করে থাকে। ঘর ঝাড়ু-মোছা, থালা-বাসন মাজা, কাপড়-চোপড় ধোয়া, মাছ কেটেকুটে দেয়া সব কাজ করতে শিখে গেছে সে। এখন আর কোন কাজের কথা ওকে বলতে হয় না। এই জন্য মিসেস রুনা ফুলিকে খুব আদর যত্ন করে। ফুলি গেইট খুলে দেখে অপরিচিত একজন পুরুষ আর একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। ফুলি তাদের জিজ্ঞেস করে,
- আপনেরা কে? কাকে চান?
  এমন সময় সমুও ফুলির কাছে চলে আসে। ভয় ভয় চোখে তাদের দিকে তাকায়। ফুলি বলে,
- খালুজান তুমি ঘরে যাও। আমি দেখতাছি।
  সমু তেড়ে বলে ওঠে,
- আবার খালুজান কয়!
- ভুল হয়ে গেছে সমুবাবু।
  গেইটে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা সমুবাবুর কথা শুনে হাসতে থাকে। ফুলিকে দেখেই বুঝতে পারে এ কাজের লোক। মিঃ পবন বলে,
- আমরা একটু বাড়ীওয়ালার সাথে কথা বলতে চাই। দু'তলার ঘরটা ভাড়া নিতে এসেছি।
- ও! আপনেরা ঘর ভাড়া নিতে আইছেন। একটু খাড়ান। আমি মাসিমাকে ডাইকা আনতাছি।

চারতলা বাড়ীর তিনতলায় বাড়ীওয়ালা থাকে আর সব ফ্লোরে ভাড়াটিয়ারা থাকে। ফুলি গিয়ে মিসেস রুনাকে বলে,
- মাসিমা একটা বেডা আর একটা বেডি আইছে ঘর ভাড়া নিতে। কয় আমরা বাড়ীওয়ালার সাথে কথা বলতে চাই। দু'তলা ভাড়া নিতে এসেছি। আপনেরে ডাহে।
  ক্ষণিক পর মিসেস রুনা শাড়ীর আঁচলে হাত মুছতে মুছতে গেইটের সামনে আসে। মিঃ পবন বাড়ীওয়ালীকে দেখে,
- নমস্কার। আমার নাম মিঃ পবন সাথে আমার মিসেস।
  প্রতি উত্তরে মিসেস রুনাও নমস্কার দেয়। এই গরমে দুইজনই ঘেমে একাকার। মনে মনে ভাবে এরা খুব ভদ্র হবে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসি দিয়ে বলে,
- আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন।
- না না এমনিতে ঠিক আছে। আমরা দু'তলাটি ভাড়া নিয়ে চাই।
- আগে বসুন। একটু পানি, সরবত-টরবত খান। তারপর কথা বলি।
  মিসেস পবন বলে তার স্বামীকে,
- চলো বসি। একুট পানি খেতে হবে। আমার গলা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে গেছে। উফ্ কি অসহ্য গরম!
- হ্যাঁ চলো একুট বসি।
  মিসেস রুনা ফুলিকে ডাকে। দরজার পাশেই ফুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা সব শুনছিল। মিসেস রুনা ফুলিকে ডাকতেই সে দৌড়ে আসে। বলে,
- জে মাসিমা।
- ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি নিয়ে দুই গ্লাস লেবুর সরবত করে আন আর একটা প্লেটে বিস্কুট নিয়ে আয়।
- জে মাসিমা। আমি অহনই যাইতাছি।
  মিঃ পবন বলে,
- না না, লেবুর সরবত লাগবে না। শুধু দুই গ্লাস ঠান্ডা পানি হলেই চলবে।
- তা' কি হয়। আপনার হবেন আমার ভাড়াটে। এখন থেকেই একটু ঘনিষ্ট সম্পর্ক না হলে কি হবে!
  ফুলি যেন বাতাসের বেগে গিয়ে লেবুর সরবত বানিয়ে নিয়ে এলো। মিসেস পবন বলে,
- মেয়েটি বেশ চালু আছে। দিনাজপুরের মেয়ে নাকি?
- না। ওর বাড়ী রাজশাহী নওগাঁ। অনেক বৎসর আমার এখানে আছে। বেশ ভালো মেয়ে। সব কাজ ওই করে। নিন সরবতটুকু খান। তারপর চলুন ঘর দেখবেন। তিনটে বেডরুম। একটি ড্রয়িংকাম ডাইনিং। সামনে বারান্দা, দুইটা ওয়াসরুম। কিচেন। বেশ খোলামেলা। দেখলে আপনাদের পছন্দ হবেই।
  এমন সময় সমু এসে ঠাকুরমার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। প্লেট থেকে দু'টি বিস্কেট হাতে নিয়ে খেতে শুরু করে দেয়।
- দেখো দেখো ছেলেটা করে কি? এই ফুলি ওকে নিয়ে যা তো।
  মিসেস পবন বলে,
- না, না। থাক না। ছোট শিশু। আপনার নাতি বুঝি? কি নাম জেন?
- হ্যাঁ। ছেলের ঘরের নাতি। নাম সোমুয়েল। আমরা সমু ডাকি। সারা বাড়ী মাতিয়ে রাখে। আরে কিছু খেলেন না তো।
- না ঠিক আছে। চলুন ঘর দেখি।
- হ্যাঁ চলুন।
- ঘরগুলো তো বেশ বড়সড় আছে। তবে ওয়াসরুম পিছনেরটা একটু ছোট। ড্রয়িংটাও আরো একটু বড় হলে খুব সুন্দর হতো।
  সাথে সাথে মিঃ পবন বলে ওঠে,
- না না। ঠিক আছে। কি যে বলনা তুমি!
- দেখুন আপনাদের পছন্দ হলে নেবেন, আর না হলে তো কিছু করার নাই, তাই না। গতকালকেও একটি ফ্যামেলি এসেছিল। তাদের মোটামুটি পছন্দ হয়েছে বলেছে।
- আচ্ছা, দেয়ালে বেশ দাগটাগ লেগে আছে আর রংও উঠে গেছে বেশ কয়েক জায়গাতে। রং-টং করে দেবেন তো?
- আপনারা ও নিয়ে ভাববেন না। আমি সব ঠিক করে দেব। ওহো, আপনারা ফ্যামেলি মেম্বার কতজন?
- আমরা মিয়া-বিবি, এক ছেলে, ছেলেবৌ আর দুই নাতি। নাতি দুইজনই সেন্ট যোসেফে পড়ে। আর ছেলে-বৌমা দুইজনেই চাকুরী করে।
- বেশ ভাল।
- ঘরের ভাড়াটা কত?
- ভাড়া মাসে বিশ (২০) হাজার টাকা। গ্যাস আর বিদ্যুৎ নিজের। পানির বিলটা চার ভাগ হবে। মাস শেষে পানির যে বিল আসবে, সেটা চার ভাগ করে এক ভাগ আপনাকে দিতে হবে। আর দুই মাসের ভাড়া এ্যাডভান্স দিতে হবে।

মি: পবন তার মিসেসের সাথে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বললো। তারপর বলে, ঠিক আছে ঘর আমাদের পছন্দ হয়েছে। আমরা আগামী মাসের এক তারিখেই উঠতে চাই। এই রাখেন বিশ হাজার টাকা। সন্ধ্যায় এসে এ্যাডভান্সের পুরোটা দিয়ে যাবো। ঠিক আছে। এখন তা'লে আমরা আসি। নমস্কার।
- নমস্কার।

মি: আর মিসেস পবন চলে যাবার পর মিসেস রুনা মনে মনে বেশ খুশী হয় এই ভেবে যে, পরিবারটি বেশ পছন্দ হয়েছে তার। ফুলিকে গিয়ে বলে,
- ফুলি দু'তলাটি ভাড়া হয়ে গেল রে।
- ভাল অইছে মাসিমা। মানুষজন থাকলে ভাল লাগে। আর মানুষজন না থাকলে ঘর-বাড়ী কেমুন জানি হুনাহুনা লাগে।
- হ্যাঁ। বুঝছি। তুই যা দাদুভাইরে একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে স্নান করিয়ে দে। আমার রান্না প্রায় শেষ। দিদিভাই এক্ষুনি স্কুল থেকে এসে পড়বে।

মাসের এক তারিখ শুক্রবার হওয়াতে ঘর বদলাতে একটু সুবিধে হলো মি: পবন কস্তার। কারণ, ছেলে ছেলে বৌ দুইজনই চাকুরী করে। নাতি বিলাস আর বিকাশ দুই জনেই সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজে পড়ে। একজন ক্লাশ নাইনে আর একজন ক্লাশ সেভেনে। মোহাম্মদপুর টাউন হলের পিছনেই আযম রোডে বাসাটি পেয়ে মি: পবন আর বিলম্ব করে নাই। নাতিদের স্কুলে যাতায়াতে সুবিধা হবে চিন্তা করেই এই বাসাটি নেয়া। মনিপুরিপাড়া থেকে স্কুলে আসা-যাওয়া খুব কষ্ট। যে তাপদাহ বাহিরে, উফ্। যে কেউ যে কোন

সময় হিটস্টোক করে বসবে। যারা ঘর শিফ্‌ট করে তাদের আগেই বিমল বলে রেখেছিল। সকাল সকাল তারা এসে হাজির। গত দুইদিন ধরে বৌমাকে নিয়ে মিসেস পবন তাদের সব আসবাবপত্র কার্টুনে প্যাকেট করে রেখেছে। বিমল দুই ছেলেকে নিয়ে তাদের সব বইপত্র, কাপড়-চোপড় প্যাকেট করে রেখেছে। বিলাস একটি মার্কার পেন দিয়ে প্যাকেটের গায়ে নামের প্রথম অক্ষর B-1, B-2, P-1, P-2 লিখে দিচ্ছে। মিসিস পবন এই সব দেখে বলে,

- দেখো তোমরা সবাই, দেখো, দাদু ভাইয়ের কি বুদ্ধি, দেখো। কেমন সুন্দর করে কার জিনিসপত্র কোন প্যাকেটে সব লিখে রেখেছে।

বিলাস বলে,

- হ্যাঁ ঠাকুর। নতুন বাসায় গিয়ে যাতে কাউকে কোন হয়রানি পোহাতে না হয়। বুঝলে? ঠাকুর দাও তো, তোমার রান্না ঘরের সব জিনিসপত্রের প্যাকেটে আমি এই ভাবে লিখে দেই। যাতে তুমি নতুন বাসায় গিয়ে তোমার রান্নার করার মসলাপাতি ফটাফট পেয়ে যাও।

  নতুন বাসায় গিয়ে যার যার প্যাকেট দেখে, তার তার ঘরে রেখে দিয়েছে ঘর শিফ্টের লোকেরা। বিমল দুই ছেলেকে বলে,

- তোমরা তোমাদের জিনিসপত্র সব নিজেরা গুছিয়ে রাখো। আমরা এদিকে দেখছি। বিকাশ তুমি দাদুর কাছে যাও। দেখো দাদু কি করছে।

  ঘরদোর গুছাতে গুছাতেই সপ্তাখানেক সময় চলে গেল। তবুও গুছানো যেন শেষ হয় না। বাসা পাল্টানো ওহ্‌ চাট্টিখানি কথা! এত্তো ঝামেলা বাপরে বাপ। এক শুক্রবার মিঃ পবন ড্রয়িংরুমে বসে বসে এই কথা ভাবছিল। এমন সময় ফুলি সমুকে নিয়ে আসে। এসে বলে,

- কেমন আছেন দাদু আপনারা সবাই?

  পাশের রুমে বসে বিকাশ হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল। হারমোনিয়ামের শব্দ শুনে সমু সেখানে যেতে চায়। ফুলি শত নিষেধও সে মানছে না। কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। এক পর্যায়ে সমুকে জোড় করে উপরে নিয়ে যায় ফুলি। সমুর মা ছেলেকে কাঁদতে দেখে বলে,

- কি হয়েছে সমুবাবা। তুমি কাঁদছো কেন?
- নিচে এক বাবু হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে শুনে, সমু সেখানে যেতে চাচ্ছিল। আমি ওকে জোড় করে নিয়ে এসেছি বলে, কাঁদছে।
- সমু বাবা আমার, কাঁদে না। চল তোমাকে স্নান করিয়ে দেই।
- না। আমি যাব না। আমাকে ঐটা এনে দাও।
- ঠিক আছে আগে স্নান কর। তোমার পাপা আসুক। তারপর আমরা সবাই মিলে গিয়ে তোমার জন্য একটা হারমোনিয়াম কিনে নিয়ে আসবো। ঠিক আছে?

নতুন বাসায় এসে মিঃ পবনের ঠিক মত রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না। কারণ, মোহাম্মদপুর বাজার আর রাস্তার পাশে বাসা হওয়াতে গাড়ী, রিক্সা এবং সর্বোপরি মানুষজনের চিৎকার চেঁচামেচি বেশি শোনা যায়। কিন্তু কিছু করার নাই। এই ভাবেই থাকতে হবে। এবং থাকার অভ্যাস করতে হবে। খুব সকালে বিকাশের রেওয়াজ করার অভ্যাস। এখানে এসেও রেওয়াজ রিতিমত চালিয়ে যাচ্ছে সে। একদিন সকালে রেওয়াজ করার সময় ফুলি আসে। বলে,

- এই যে দাদু, একটা কথা শুনেন।

মিঃ পবন বলে,

- কি কথা ফুলি?
- রোজ রোজ সকালে আপনাদের বাবু যে গান করে, এতে আমার সমস্যা হয়। আমার না, আমাদের সবার সমস্যা হয়। সারা রাত গরমে আমরা ঘুমাতে পারি না। সকালে একটু ঘুম আসে। আর তখনই আপনাদের বাবু গান গাওয়া শুরু করে দেয়।
- ওহ্‌ হো, এই কথা! ও তো এত সকালে রেওয়াজ করে না। ছ'টার পর করে। তখন তো অনেক বেলা হয়ে যায়। সবাই ওঠে পরে।
- না খালু। তবুও আমাদের সমু ন'টা পর্যন্ত ঘুমায়। ওর মা-বাবা অফিসে চলে যায়, তারপর ও ওঠে। এখন তো ও সকালেই ওঠে পরে।
- ঠিক আছে আমি বিকাশকে বলে দেব। আর বাড়ীওয়ালীর সাথে আমি এই ব্যাপারে কথা বলবো।

এক বিকেলে বিকাশ হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে, আর এমন সময় ফুলি সমুকে নিয়ে তার ঘরের সামনে আসে। সমু ঘরে ঢুকতে চায়। ফুলি তাকে কোলে নিয়ে বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকে। মিসেস পবন ফুলিকে দেখে কাছে আসে। বলে,

- সমু, তুমি কি বিকাশ দাদার কাছে গান শিখবে?

  এই কথা শুনে যেন সমু আল্লাদিত হয়ে পড়ে। বলে,

- হ্যাঁ। আমি ঐটা বাজাবো। -

  মিসেস পবন বলে,

- তুমি তো এখনো অনেক ছোট। বাজাতে পারবে না। বিকাশ ওকে একটু বাজাতে দাও তো দাদু।

  বিলাস দাদীর কথায় সমুকে তার হারমোনিয়ামটা একটু ধরতে দেয়। সমু হারমোনিয়াম দুইহাত দিয়ে বাজাতে থাকে। বিকাশ দেখিয়ে দেয় কি ভাবে বাজাতে হয়। সমু হারমোনিয়ামের রিটে আঙ্গুল দেয়। আর বিলাস বেলুদেয়। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলতে থাকে। বিলাস বলে, -

- এই তো তুমি সুন্দর বাজাতে পার। এখন যাও। আবার পরে এসো।
- না। আমি এখন যাবো না। আরো বাজাবো। -

  বিকাশ মনে মনে খুব রেগে যায়। কারণ, সমু বাজাতে গিয়ে হারমোনিয়ামের একটি রিট খুলে ফেলে।

  ফুলি সমুকে জোড় করে তুলে নিয়ে যায়। বিকাশ দাদীকে বলে,

- দেখো ঠাকুর, সমু না কমু আমার হারমোনিয়ামটা নষ্ট করে গেল। আবার আসুক, ওকে আমি হারমোনিয়াম ধরতেই দেবো না। বেশি তেড়িবেড়ি করলে ধরে মার দেব।
- না দাদু। ও তো ছোট্ট শিশু। এখনো ঠিক মত বুঝে না। তোমার তো রিট ভাঙ্গে নাই। ছুটিয়ে ফেলেছে। ওটা তো তুমি ঠিক করতে পার। রাগ করে না দাদুভাই।
- না রাগ করবে না। আমি বিলাসকে পর্যন্ত আমার হারমোনিয়াম ধরতে দেই না। এতো বান্দর পুলা। ঐ শোন, উপরে গিয়ে আমার রুমের উপর দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। রোজ এমন করে। রাত নাই দিন নাই এমন বানরের মত লাফালাফি করে। ঠিক মত আমি ঘুমাতেও পারি না।

এমন সময় মিঃ পবন বাহির থেকে ঘরে আসে। বিলাসের চেঁচামিচি শুনে তার ঘরে যায়। বলে,

কি হয়েছে দাদু?

দেখো না দাদু, ঐ যে সমু বা ছমু এসে আমার হারমোনিয়ামের একটা রিট খুলে ফেলেছে। এখন ঘরে গিয়ে ঐ শোন, লাফালাফি করছে। কেমন লাগে?

ওহো এই ব্যাপার। আচ্ছা ঠিক আছে দাদুভাই। আমি এই ব্যাপারটি দেখছি। তুমি কোন চিন্তা করবে না। ঠিখ আছে। আমি দেখছি।

এই কথা বলে মিঃ পবন নিজের ঘরে গিয়ে মিসেসকে ডেকে বলে,

তুমি কি কর, দেখো না বিকাশের হারমোনিয়ামটা সমু নষ্ট করে গেল!

মিসেস পবন বিকাশের ঘর থেকে মিঃ পবনের ঘরে যায়, গিয়ে বলে,

তোমার আবার কি হলো?

আমার কিছু হয়নি। বিকাশকে সান্তনা দিতে এটা বললাম। আর তোমাকেও ওর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আনলাম। কারণ, তুমি যতক্ষণ ওর কাছে থাকবে ও ততক্ষণ চিৎকার চেঁচামিচি করতেই থাকবে।

মিঃ পবন আবার বলে,

দেখাচ্ছি মজা সমুকে। এত বড় সাহস ওর। বিকাশের হারমোনিয়ামের রিট ভাঙ্গে!

দাদুর এইসব কথা শুনে বিকাশ খুব খুশি হয়। ঘরে বসে চুপচাপ মোবাইল নিয়ে খেলতে থাকে। ক'দিন পর দাদুর জন্মদিন। অতিথির মধ্যে শুধু বাড়ীওয়ালার পরিবার। কেক কাটার সময় বিলাস আর বিকাশ দুইজনই দাদুর পাশে বসেছে। এমন সময় সমুকে নিয়ে ওর মা বাবা এসে হাজির। মিঃ পবন বলে,

এই যে সমু দাদু এসে পড়েছে। এসো দাদু আমরা সব দাদুরা এক সাথে বসে কেক কাটি।

বিকাশ বলে,

সমু এখানে আসলে আমি চলে যাবো। তোমার সাথে কেকে কাটবো না।

উপস্থিত সবাই বিকাশের এই কথা শুনে অবাক হয়। কি ব্যাপার? সমু আবার কি করলো। তখন মিঃ পবন বলে,

শোন দাদু, সমু হচ্ছে আমাদের ছোট্ট দাদু। আর ছোটরা একটু দুষ্টুমি করেই থাকে। ওরা তো আর অতো বুঝে না। সমু তুমি আর বিকাশ দাদার হারমোনিয়াম ধরবে না। ঠিক আছে! এই দেখো তোমার জন্য আমি একটা সুন্দর কথা বলার টিয়া পাখি এনেছি। তুমি যা বলবে এই টিয়া পাখীও তাই বলবে। বলো, হ্যাপি বার্থডে দাদু। সাথে সাথে টিয়া পাখীও বলে - হ্যাপি বার্থডে দাদু। সবাই হেসে দেয়। সমু এটা পেয়ে খুব খুশী হয়॥ ৯

বাংলার জনপদ থেকে

ফাদার সুনীল রোজারিও

সিনিয়র সিটিজেনদের নাগরিক অধিকার

বিদ্যার অর্ধেক নাকী ভ্রমন থেকে আসে। কিন্তু এসএসসি পাস করার আগে জেলা শহর দেখারও সুযোগ হয়নি। তারপরে পেশাগত কারণে কালে ভদ্রে দু'একটি দেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। অন্য দেশে কীভাবে খিচুড়ি পাকায়, কী ধরনের লিফ্ট কীভাবে চলে, মাছের চাষ, পশু পালন- এগুলো আমার ভ্রমণের এ্যাজেন্ডার মধ্যে থাকে না। অল্প পরিসরে লোখালেখি করার কারণে আমার নজর থাকে সে সব দেশের রাস্তাঘাট, মানুষের চালচলন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, নাগরিক সুবিধা- এগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখি আর দেশের সঙ্গে তুলনা করি। তুলনা করার আদিকালের এই অভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারলাম না। এদেশে পরিবহন ব্যবস্থা, শপিং মল, রেঁস্তোরা- এগুলোর সবই বিদ্যমান তবে এগুলোর মধ্যে প্রবীণদের জন্য সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সুযোগ সুবিধা নাই বললেই চলে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো- যখন দেখি বিদেশে রেল গাড়ি বা বাসে কিছু নির্দিষ্ট আসন রক্ষিত আছে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য। কেউ সে আসনগুলোতে বসে না বা বসলেও প্রবীণ কেউ উঠলেই ছেড়ে দেয়। সুপার মার্কেটগুলোতে পেমেন্টের জন্য প্রবীণদের রয়েছে আলাদা লেন। কেনা কাটায় থাকে বিশেষ ডিসকাউন্ট, হোটেল রেঁস্তোরায় থাকে আলাদা ছাড়। এছাড়াও আরোও অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য। তাদের জাতীয় পরিচয় পত্র ছাড়াও রয়েছে সিনিয়র সিটিজেন কার্ড। আমি একজন সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে অত্যুৎসাহী হয়ে মাত্র ক'দিন আগে হাসপাতালের বিল-ম্যানেজমেন্টকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সিনিয়র সিটিজেন রোগীদের জন্য কোনো ডিস্‌কাউন্ট আছে কিনা। জনমের বিস্ময় নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সোজা সাপটা উত্তর দিলেন, নাই। আমার মনে হলো নামকরা এই হাসপাতালের অফিসারটি প্রথম শুনলেন এই ধরনের বেহুদা প্রশ্ন। আমি কথা বাড়ালাম না- শুধু ভাবলাম- দেশের উন্নয়ন নিয়ে কতো রকমের ভাবনা-চিন্তা, কিন্তু কেউ ভাবছেন না প্রবীণদের নিয়ে? সরকারি খাতায় প্রবীণদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে হয়তো অনেক কিছু লেখা আছে- কিন্তু বাস্তবে নাগরিক সুবিধার কোথায়ও এগুলো চোখে পড়ে না। বাংলাদেশে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের প্রবীণদের বিষয়ে ৮(১) ধারায় বলা হয়েছে- যাদের বয়স ৬০ বছরের অধিক তারা প্রবীণ নাগরিক। According to The National Policy on Elderly 2013 of Bangladesh, "People aged 60 years or above will be accepted as senior citizens." (Welfare, 2014)

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতি দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬৪ মিলিয়ন, যার মধ্যে ১০ মিলিয়ন প্রবীণ। প্রতি বছর প্রবীনদের সংখ্যা গড়ে কমপক্ষে ৪% হারে বাড়ছে। দেশে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমছে জন্মহার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রবীণদের সংখ্যা। প্রবীণ জনগোষ্ঠী বাড়ছে, তাহলে কী হবে- বাংলাদেশে প্রবীণদের নাগরিক অধিকার নিয়ে প্রাইভেট বা সরকারি কোনো অবহিতকরণ প্রপাগান্ডা চোখে পড়েনি। কেমন দেশ- যেখানে মৃত বাবা বা মায়ের সৎকার না করে সন্তানেরা বিষয়-সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ঝগরা করে। ভাবতে অবাক লাগে- কেমন সন্তান যারা বৃদ্ধ পিতা বা মাতাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসে। পবিত্র ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে- 'Heaven lies beneath the feet of your mother' অর্থাৎ "তোমার মায়ের পায়ের তলায় বেহেস্ত"। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, "পিতা-মাতাকে সম্মান করিবে"।

একটা স্বর্ণযুগ চলে গেছে যখন পরিবারে প্রবীণদের একটা সম্মানজনক অবস্থান ছিলো। সেই যৌথ পরিবার না থাকার কারণে প্রবীণরা আজ অসহায়। তাদের খাদ্য, নিরাপত্তা, আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ আজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিদেশিদের থেকে শেখা এই বৃদ্ধাশ্রম সংস্কৃতি দেশে গড়ে ওঠার প্রবণতা গড়ে ওঠছে। কিন্তু সেই বৃদ্ধাশ্রমে একজন প্রবীণ মানসিকভাবে কতোটুকু প্রশান্তি লাভ করবে? যে ব্যক্তিটি সন্তানকে বহু ত্যাগ স্বীকার করে গড়ে তুলেছেন- সেই সন্তান যদি পিতা-মাতার শেষকালটা আনন্দের ক'রে তুলতে না পারে- এর থেকে অধর্ম আর কী হতে পারে? দেশে প্রবীণদের একটা বড় অংশ এসেছেন গরীব পরিবার থেকে। তাদের দেখার কেউ নেই- অবস্থা আরোও করুণ। রাস্তার মোড়ে যে বৃদ্ধা ভিক্ষা করছেন, তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন- বলবেন, ছেলে মেয়ে আছে কিন্তু কেউ দেখে না। এখানে যেমন পারিবারিক দায়বদ্ধতার অভাব রয়েছে- তেমনিভাবে অভাব সামাজিক দায়বদ্ধতা- কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না।

প্রবীণদের প্রয়োজনীয় দিকগুলো নিশ্চিত করার জন্য সরকারের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সরকার বয়স্ক ভাতা স্কীম শুরু করেছেন- এটা প্রসংশনীয়। পেনশন পদ্ধতি চালু থাকলেও তা সবার জন্য নয়। আরোও অনেক সুবিধার কথা বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইন কানুনে বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার বাস্তবায়ন কতোটুকু সেখানে সন্দেহ থেকে গেলো। শুরুতে বলেছিলাম বিদেশে প্রবীণদের সুযোগ সুবিধার কথা। বাসে, ট্রেনে বা অন্য পরিবহনে প্রবীণদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা আসন রয়েছে- সঙ্গে ভাড়ায় ডিস্‌কাউন্ট রয়েছে। শপিং মলে বিল পেমেন্টের জন্য আলাদা লাইন রয়েছে। হোটেল- রেঁস্তোরায় পুরো বিল থেকে ডিস্‌কাউন্টের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের এই উন্নত রোল মডেলের দেশে কল্পনা করা যায় এমন ব্যবস্থার? অথচ বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলো কতো ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে- বাঁদরের গলায় দড়ি লাগিয়ে নাচ দেখানো যাবে না, মুরগির পায়ে ধরে মাথা নিচের দিকে রেখে বহন করা যাবে না, বন্যপ্রাণি শিকার করলে জেল জুলুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা রয়েছে। কিন্তু স্রষ্টার "উত্তম সৃষ্টি মানব সন্তান" যখন পেটের দায়ে রাস্তার মোড়ে অনবরত অসম্মানীত হচ্ছেন- তখন সোচ্ছার হওয়ার কেউ নেই। দেশে প্রতি বছর লক্ষ্য কোটি টাকার বাজেট হয়- কিন্তু সেই বাজেটে প্রবীণদের জন্য কতোটুকু বরাদ্দ থাকে। দেশের মানবাধিকার সংস্থা, ধনী সমাজ, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা ও চার্চ কেনো এগিয়ে আসে না- প্রবীণদের সহায়তার জন্য? কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া প্রবীণদের অনেকের মুখেই শুনে থাকবেন- "ঈশ্বর আমাকে কেনো নেয় না?" কিন্তু কবি বলেছেন, "এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মন যেতে নাহি চায়।" অবহেলিত প্রবীণগণও চান, সুন্দরভাবে আরোও ক'টাদিন বেঁচে থাকতে। অন্ধ শিকল পাগলার কণ্ঠে গানটা দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে, "আমি পারি না আর পারি না, আমি কেনো মরি না- আজরাইল কী চিনে না আমারে গো।" পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥ ৯

ড্রাইভার প্রয়োজন

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর, বেতন ও অন্যান্য আলোচনা সাপেক্ষে।

যোগাযোগ :

০১৭০৮৪৯০২৫৫

বিপ্র/১১৫/২৩

ছোটদের আসর

সাইকেলটা তোমার জন্যই

ব্রাদার জয় আন্তনী রোজারিও সিএসসি

ছোট্ট একটি গ্রাম আনন্দপুর। নয়নাভিরাম, নিরিবিলি, সবুজ-শ্যামল এই গ্রামটিতে বাস করে দু' ভাই-বোন। সঞ্চিতা ও সৈকত এবং তাদের বাবা-মা। সঞ্চিতা দশম শ্রেণির ছাত্রী। ভাই সৈকত পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের বাবা একজন ভ্যানচালক ও মা গৃহিনী। ছোট্ট পরিবার; সুখের সংসার।

সৈকত আজকাল দেখে তার বন্ধুরা সবাই সাইকেল নিয়ে স্কুলে যায়। তাই সে ঠিক করল আজই বাড়িতে গিয়ে মা-কে বলবে, বাবাকে যেন বলে একটা সাইকেল কিনে দিতে। যেই কথা; সেই কাজ। বাড়িতে পৌঁছে জানালো তার আবদার, 'মা আমার বন্ধুরা সবাই সাইকেল নিয়ে স্কুলে যায়। আমাকেও একটা সাইকেল কিনে দিতে হবে। নইলে আমি স্কুলে যাব না।' মা তাকে অনেক বলে বুঝাতে লাগলেন, 'আব্বু, তোমার বাবার পক্ষে তোমাকে সাইকেল কিনে দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, ভ্যান চালিয়ে যা উপার্জন করেন তা দিয়ে তোমাদের দু' ভাই-বোনের পড়াশুনার খরচ ও পরিবার চালাতেই হিমসিম খেতে হয়।' কিন্তু ছেলে নাছোড় বান্দা। কোনো কথাই শুনবে না।

বেলা দশটার সময় বাবা বাড়িতে নাস্তা করতে এসে দেখে বারান্দার পড়ার টেবিলে ছেলের স্কুল ব্যাগ। তাই বাবা সৈকতের মাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ছেলে কোথায়?' মা বাবাকে সব জানালো, ছেলে গত তিন দিন ধরে স্কুলে যায় না। এখন মাঠে খেলতে গিয়েছে।' বাবা কোন কথা না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সোজা গিয়ে একটা সাইকেল এর দোকানে ঢুকে। সেখান থেকে কিস্তিতে একটা সাইকেল কিনে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর সাইকেলটা বারান্দায় রেখে নাস্তা খেতে ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর ছেলে মাঠ থেকে ফিরে এসে সাইকেল দেখে তো আনন্দে আত্মহারা। 'নতুন সাইকেল! আমার জন্য, বাবা কিনে আনছে। এখন থেকে আমিও সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাব। যাই সাইকেলটা নিয়ে একটু গ্রাম ঘুরে আসি।' যখনই সাইকেলে হাত দিল বাবা তাকে ডাক দিলেন। একটিবার বকা-ঝকাও করলো না। কাছে যেতেই শুধুমাত্র কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা। সাইকেলটা তোমার জন্যই। তবে আমার কিছু বলার আছে। ঐ যে দেখ, তোমার বোনকে সাতশত টাকার একটি গাইড বই কিনে দিতে পারিনি বলে বান্ধবীর কাছ থেকে বই ধার এনে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।' পাশেই মা উঠোন লেপ দিচ্ছিলো। তাকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখ তোমার মায়ের কাঁধের পাশটি দিয়ে দু' তিন জায়গায় জামা ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু টাকার অভাবে একটি নতুন জামা কিনে দিতে পারছিনা।' এর বেশি কিছু না বলে শুধুমাত্র বললো, 'যাও বাবা সাইকেল নিয়ে ঘুরে আসো'। কিন্তু ছেলে গেল না। মা'র কাছে গিয়ে বললো' 'বাবাকে বল আমার সাইকেল লাগবে না। তা যেন দোকানে ফেরত দিয়ে আসে।'

প্রিয় বন্ধুরা, ঠিক এভাবেই আমাদের বাবারা নিরবে আমাদের সুন্দর জীবন গড়তে অবদান রেখে চলেছেন। তারা একটিবারও নিজেদের ত্যাগস্বীকারকে তুলে ধরেন না। সত্যিই বাবা তুমি মহান। তাই এসো বাবাদের প্রতি আরো যত্নশীল হই॥

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৫ম শ্রেণি
হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

পুণ্যশীল সাধু আন্তনী

সংগ্রামী মানব

ওগো পুণ্যশীল সাধু আন্তনী
মানব প্রেমী ঐশ্ব ধ্যানী
চারদিকে হোক তোমার বিজয়াধ্বণি।
প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ মোরা
সর্বশান্ত, বিজয়ী তারা।
সাধু আন্তনী যেন প্রেমের স্রোতসিনী
সাধু আন্তনী যেন বিজয়ের ধ্বণি।
লক্ষ কোটি বাঙালীর হৃদয়
পুনাত্মায় এ ধরাতল,
পানজোরার তীর্থ ভূমিতে সুভাগমন
সকল বাঙালী নত মস্তকে স্মরণ॥

ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন প্রেরণাপত্রসমূহের আলোকে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়

ন্যায় ও শান্তি কমিশন ডেস্ক □ গত ১৬ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের উদ্যোগে ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন প্রেরণাপত্রসমূহের আলোকে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক সেমিনার সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্ট মুভমেন্ট, অভিবাসী শ্রমিক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, প্রার্থনা পরিচালক, ধর্মসংঘ এবং ন্যায় ও শান্তি কমিশনের প্রতিনিধিসহ ১০০জন অংগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ সেমিনারটি উদ্‌যাপনে সার্বিক সহযোগিতা করেন। উদ্বোধনী প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন কমিশনের সেক্রেটারি ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম অপারেসন্স কোয়ালিটি এর সিনিয়র ডিরেক্টর চন্দন জেড গমেজ। ড. ফাদার লিটন ন্যায় ও শান্ত কমিশন সম্পর্কে কথা বলেন। এরপর **'ধরিত্রীর জন্য আশা, মানবতার জন্য আশা'** মূলভাবের আলোকে স্থানীয় পর্যায়ে পানি, মাটি, বায়ু ও শব্দ দূষণরোধ, বাস্তুচ্যুত অভিবাসী শ্রমিক ও পরিবারের চলমান অবস্থা, শিশু ও নারীদের সুরক্ষা এবং আর্থিক স্বাধীনতা বিষয়সমূহ সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রকৃতি-পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা বিষয়ক ঝুঁকি, কারণ ও করণীয় বিষয়ে ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি, অভিবাসী শ্রমিক ও পরিবারের বাস্তবতা নিয়ে জ্যোতি গমেজ, ইকো ভিলেজ ও নগরে সবুজ জীবন-যাপন বিষয়ে দোলন গমেজ এবং 'ধরিত্রীর জন্য আশা, মানবতার জন্য আশা' মূলভাব নিয়ে চন্দন জেড গমেজ আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার অনুধাবনে কতিপয় বিষয় সুপারিশ করা হয়- পরিবার ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে উপযুক্ত বিষয়ে সচেতনতা চলমান রাখা ও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা, ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা, পরিচ্ছন্নকর্মীদের সরকারি অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসে সহযোগিতা, অভিবাসী পরিবারের শিশুদের যত্ন আরো জোড়ালো করা, অভিবাসী শ্রমিকদের পালকীয় সেবা বহুমাত্রিক করা, আর্থিক ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং জাতীয় পর্যায়ে সংলাপের ব্যবস্থা করা হয়। পরিশেষে উপস্থিত অংশগ্রহণকারী, সেমিনার আয়োজনে সহযোগী ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এবং কমিশনের সদস্যদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের সেক্রেটারি ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি সেমিনার-এর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। বিকালের অধিবেশনে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের সভায় বিগত বছরের কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঝুঁকি, কারণ ও করণীয় বিষয় আলোচনা, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং জুবিলী উদ্‌যাপন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়॥

বইমেলা ও লেখক-পাঠক সমাবেশ ও মোড়ক উন্মোচন

সজল বালা □ গত ২৩ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে, বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম, প্রতিবেশী প্রকাশনী ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের আয়োজনে মাদার তেরেজা ভবন, তেজগাঁও গির্জা প্রাঙ্গণে, "সাহিত্য চর্চা করি, আলোকিত সমাজ গড়ি" বিষয়ের আলোকে অনুষ্ঠিত হয় বইমেলা ও লেখক-পাঠক সমাবেশ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুহম্মদ নুরুল হুদা, মহাপরিচালক বাংলা একাডেমি এবং বিশেষ অতিথি ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ভিকার জেনারেল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ, থিওফিল নকরেক, পরিচালক, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, দন্তস্য রওশন, শিশু সাহিত্যিক, সমন্বয়ক বিশেষ ক্রোড়পত্র, প্রথম আলো, উইলিয়াম অতুল কুলুন্তনু, সাবেক অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার, ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, পরিচালক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র, খোকন কোড়ায়া, সভাপতি, বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম এছাড়াও অনেক স্বনামধন্য লেখক-লেখিকা।

খোকন কোড়ায়ার সভাপতিত্বে অতিথিদের আসন গ্রহণ এবং প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সমাবেশ শুরু করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠক কর্মশালার তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং একসাথে পথ চলার মাধ্যমে সবাইকে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান। মুহম্মদ নুরুল হুদা সকল লেখক-লেখিকাদের সাধুবাদ জানান এবং আরও বেশি বেশি লেখালেখি করা ও নবীন লেখক সৃষ্টির জন্য অনুপ্রেরনা দেন। তিনি ভবিষ্যতে খ্রিস্টান লেখকদের নিয়ে বাংলা একাডেমিতে সম্মিলিত জাতীয় কর্মশালা করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ

করেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিগণ, সংকলিত কবিতা বই আমাদের কাব্য ও ফাদার আলবার্ট রোজারিও -এর "প্রয়াত **ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ : শত বছরে যাজকীয় সেবার সুবাসিত জীবনের ফুলেল আশীর্বাদ"** বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। বিশেষ অতিথিগণ তাদের বক্তব্যে ভবিষ্যতে এমন কর্মশালা আয়োজন করা এবং আরও বিস্তৃত পরিসরে লেখালেখির বিষয়ে আলোকপাত করেন।

দুপুরের আহারের পরে, ফাদার বুলবুল রিবেরু'র পরিচালনায়, লেখক, সাংবাদিকদের একসাথে পথচলা ও মুক্তালোচনায় ফাদার সহভাগিতা করেন, একসাথে কিভাবে পথ চলতে হয়। আলোচনায় সকলেই তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পান। লেখকগণ তাদের কবিতা পাঠ এবং সাহিত্য আড্ডায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে প্রবাসী লেখকদের সাথেও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে প্রায় ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন এবং সহযোগিতায় ছিল:সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ॥

মা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন

বেনেডিক্ট তুষার বিশ্বাস □ ৯ দিনের নভেনা শেষে গত ২৫ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে পালিত হয় নিত্য সাহায্যকারিনি মা মারীয়ার পর্ব এবং ১১৯ বছর উদ্‌যাপন। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পুরাতন ধর্মপল্লীগুলোর মধ্যে আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লী অন্যতম। ধর্মপল্লীটির অফিসিয়াল নাম হচ্ছে নিত্য সাহায্যকারিনী মা মারীয়ার ধর্মপল্লী।

পর্ব উপলক্ষে ২৫ তারিখ সকালে ধর্মপল্লীতে আসেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও, এসটিডি, ডিডি। বিশপকে পাহাড়িয়া এবং সান্তালি কৃষ্টিতে বরণ করে নেওয়া হয় এবং এর পরেই শুরু হয় পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগ। পর্বের পাশাপাশি এই দিন ধর্মপল্লীতে ৪৮ জন হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করে। বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, শয়তানকে দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রার্থনা। তিনি তার উপদেশে মণ্ডলীতে মা মারীয়ার এবং পবিত্র আত্মার ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। খ্রিস্টযাগের পর আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লী পালকীয় পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাউলুস হাসদা। এরপর একজন খ্রিস্টভক্ত তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রেমু রোজারিও বলেন, ধর্ম এবং কর্ম আলাদা বিষয় হলেও তারা একে অপরের সাথে জড়িত, কারণ ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কোনো কর্মে সফলতা আসে না। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ব্লক থেকে বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী বিশপকে তুলে দেন খ্রিস্টভক্তরা এবং পর্বীয় বিস্কুট বিতরণের মধ্যদিয়ে শেষ হয় সকল কার্যক্রম। পর্ব উপলক্ষে খ্রিস্টযাগের পর আন্ধারকোঠা বিসিএসএম এর আয়োজনে ৮ টিমের একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়, এতে রানার্সআপ হয় আন্ধারকোঠা জুনিয়র এবং বিজয়ী হয় আন্ধারকোঠা সিনিয়র পরে বিকেলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্যদিয়ে ফুটবল খেলার বিজয়ী এবং রানার্সআপ দলকে পুরস্কার তুলে দেন ফাদার প্রেমু রোজারিও॥

এসএসসি উত্তর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স

এডওয়ার্ড হালদার □ বিগত ৭-১৬ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের সাতটি ধর্মপল্লী ও দু'টি উপ-ধর্মপল্লীর এসএসসি ছাত্র-ছাত্রী, ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও এনিমেটরসহ মোট ১১৫ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে এসএসসি উত্তর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স- ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয় সেক্রেড হার্ট পাস্টরাল সেন্টার, গৌরনদী। উদ্বোধনী নৃত্য ও ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে অতিথি ও কোর্সের আগত অংশগ্রহণকারীদের বরণ করা হয়। গঠন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ক্লারেন্স পলাশ হালদার, পরিচালক, পালকীয় সেবা দল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুব কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার সৈকত বিশ্বাস, ফাদার লিন্টু রায়, সিস্টার লাভলী আরএনডিএম, সিস্টার রিনা পালমা এলএইচসি, সিস্টার ঝুমকি এলএইচসি, সিস্টার মেরী রোজী, এসএমআরএ প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্জলন ও বাইবেল স্থাপন এবং ফাদার ক্লারেন্স পলাশ হালদার এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ৯ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়।

কোর্সের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রতিভার বিকাশ ও সৃজনশীলতার জন্য বাইবেল ভিত্তিক নাটিকা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং দেয়ালিকা প্রকাশ। সৃজনশীল ধ্যান মূলক প্রার্থনা, মালা প্রার্থনা, সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা, বাইবেল ভিত্তিক প্রার্থনা, জীবন সহভাগিতা এবং পবিত্র ক্রুশের আরাধনা বা তেইজে প্রার্থনা ও গ্রাম ভিত্তিক এক্সপোজার ছিল অংশগ্রহণপূর্ণ। গ্রাম পরিদর্শন করে এসে বিকালের অধিবেশনে ছিল ভিজুয়াল ও লিখিত রিপোর্ট পাঠ। এছাড়া দৈনন্দিন দলগত কাজ যেমন, আঙ্গিনা পরিষ্কার, নিজ কক্ষ পরিষ্কার, থালা-বাসন ধোয়া, অধিবেশন কক্ষে সহায়তা করা ছিল শিক্ষণীয় ও আনন্দময়। প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়গুলো ছিল; পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে ধারণাদান, Personal Effectiveness & Leadership, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধ ও সচেতনতা, বিশ্বাস মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত-সার, ক্যারিয়ার গাইডেন্স, বর্তমান বাস্তবতায় যুবাদের ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ, বিবাহ ও মাণ্ডলিক আইন, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জীবন দক্ষতা, পুণ্য সংস্কারসমূহের প্রাথমিক ধারণা ও নির্জন ধ্যান। প্রতিটি বিষয় শেষে পরীক্ষা বা মূল্যায়ন করা হয়।

৯দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের শেষে ছিল কোর্স মূল্যায়ন, সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ। সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, ভিকার জেনারেল, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সিস ব্যাপারী, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার সঞ্জয় গোমেজ এবং অন্যান্য ফাদারগণ ও সিস্টারগণ। প্রশিক্ষণ কোর্সটি আয়োজন করেন যুব কমিশন, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস॥

নবীন বরণ অনুষ্ঠান

দুলেন্দ্র ▯ গত ২ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে (যা রমনা সেমিনারী নামে অধিক পরিচিত) "নবীন বরণ অনুষ্ঠান" অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারীতে একসঙ্গে সহকারী পরিচালক ফাদার দানিয়েল মুরমু, আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার যোসেফ চিসিম ও বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত মোট ১৫ জন নবীন ভাইদের আন্তরিকতার সাথে বরণ করে নেওয়া হয়। উক্ত দিনকে কেন্দ্র করে সকালে নতুন সহকারী পরিচালক, আধ্যাত্মিক গুরু ও ১৫ জন নবাগত ভাইদের সার্বিক কল্যাণার্থে বিশেষ প্রার্থনা আয়োজন করা হয়। এই দিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মধ্যাহ্নের খাবারের পূর্বে "সুস্বাগতম হে নবীন" নামক একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। দিনটিকে প্রাণবন্ত রাখতে বিকেলে নবাগত ভাইদের সাথে অর্থাৎ নবীনদের সাথে প্রবীণদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় নতুন পরিচালকদ্বয় ও নবাগত ১৫ জন ভাইদের মঙ্গলার্থে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। তিনি তার সহভাগিতায় বর্তমান বাস্তবতায় ধর্মীয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেমিনারীতে প্রবেশ এবং মণ্ডলীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর উপদেশ বাণী রাখেন। রাতে সাংস্কৃতিক কমিটি কর্তৃক এক চমকপ্রদ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিলগ্নে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও সারাদিনের সকল কার্যক্রমের জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের ইতি টানেন॥

বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে শিশু মঙ্গল সেমিনার

ফাদার মানুয়েল চাম্বুগং ▯ "মিলন ও অংশগ্রহণে শিশুগণ" এই মূল বিষয়ের ভিত্তিতে গত ১৭ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন ১৫৫জন শিশু, ৬জন এনিমেটর, সালেসিয়ান সম্প্রদায়ের ২ জন অ্যাপস্টোলেন ও ৪ জন ফাদারসহ সর্বমোট ১৭০ জন।

সকাল ৯:৩০ মিনিটে বিড়ইডাকুনী উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করে এবং ক্ষুদ্র এক প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনার আরম্ভ হয়। "মিলন ও অংশগ্রহণে শিশুগণ" এর বিষয়ে প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপনা করেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের শিশুমঙ্গল এর পরিচালক ফাদার সুর্নিমল মৃ। ১০:৪৫ মিনিটে বিরতির পর ফাদার তমাল রেমা বাইবেলের ভিত্তিতে ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেন। দুপুর ১২ টায় শিশুদের মঙ্গল কামনায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন স্থানীয় ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত মনিন্দ্র এম চিরান। ২টায় দুপুরের আহারের পর খেলাধুলা ও বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের মধ্যদিয়ে সেমিনার শেষ হয়। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের শিশুমঙ্গল এর পরিচালক ফাদার সুর্নিমল মৃ ও বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীর যৌথ আর্থিক অনুদানে শিশু মঙ্গল সেমিনার আয়োজন করেন॥

সাধু আলাইসিউস গঞ্জাগার পর্ব উদ্‌যাপন

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও ▯ ২৩ জুন রোজ শুক্রবার বনপাড়া ধর্মপল্লীতে শিক্ষার্থী ও যুবাদের প্রতিপালক সাধু আলাইসিউস গঞ্জাগার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। এদিন সকাল ৯ টায় ধর্মপল্লীর স্কুল- কলেজ পড়ুয়া যুবক-যুবতীদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং সহার্পিত যাজক হিসেবে ছিলেন ফাদার পিউস গমেজ ও ফাদার লিপন রোজারিও। খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে ফাদার দিলীপ এস কস্তা সাধু আলাইসিউস গঞ্জাগার জীবনী সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগের পর পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তাসহ অন্যান্য ফাদার, সিস্টার ও অংশগ্রহণকারী সকলকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানানো হয় ফুলের মাধ্যমে। অংশ্রহণকারী একজন যুবা তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। পরিশেষে মুক্তালোচনা ও টিফিন গ্রহণের মধ্যদিয়ে অর্ধদিবসব্যাপী শিক্ষার্থী ও যুবাদের প্রতিপালক সাধু আলাইসিউস গঞ্জাগার পর্ব উদ্‌যাপন সমাপ্ত হয়॥

দক্ষিণ ভাদার্ত্তী দিশারী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত "বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা"

প্রদীপ্ত জন পালমা ▯ গত ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত দক্ষিণ ভাদার্ত্তী গ্রামের দিশারী সংঘ কর্তৃক আয়োজিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি সেবা ক্যাম্পিং (মেডিক্যাল ক্যাম্প) করা হয়। **"স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল"** এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং দক্ষিণ ভাদার্ত্তী গ্রামের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা চিন্তা করে সারাদিনব্যাপী এই সেবামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, ডায়াবেটিস পরীক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা সহ মূল্যবান পরামর্শের জন্য উপস্থিত ছিলেন ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও প্রাক্তন মেডিকেল ডিরেক্টর কনসালটেন্ট সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল। সহযোগিতায় ছিলেন দক্ষিণ ভাদার্ত্তী গ্রামের সকল নার্সবৃন্দ। এই আয়োজনের মধ্যদিয়ে দক্ষিণ ভাদার্ত্তী গ্রামবাসী সহ অন্যান্য গ্রামের মোট ১১৬ জন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিভিন্ন ভাবে সেবা পেয়ে থাকে।

একই দিনে গ্রামের কোমলমতি শিশুদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিভাগে সর্বমোট ৩০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ীসহ সকল অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এই আয়োজনটি সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে যারা নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের জানাই দিশারী সংঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা॥

পরিবারের পরলোকগতদের স্মরণে

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ফাদার পৌল ডি' রোজারিও (জয়গুরু)

জন্ম ঃ ৩ নভেম্বর, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু ঃ ১৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"তোমার সমাধী ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে আজ তুমি নেই? তুমি আছ, থাকবে, আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে"

ভাই দেখতে দেখতে তিনটি বছর চলে গেল, ফিরে এলো বেদনাময় রাত। ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ৮টা ৫০মিনিট তুমি আমাদের ছেড়ে পরমপিতার কাছে চলে গেলে। তুমি ব্যক্তি জীবনে ছিলে ধার্মিক, সৎ, দয়ালু, ন্যায়পরায়ন ও উদার চিন্তার, আমোদপ্রিয়, সামাজিক ও প্রিয় বন্ধু মানুষ। অট্টহাসি উজ্জ্বল মুখ, কি করে তোমাকে ভুলা যায়। স্বর্গথেকে আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শে পথ চলতে পারি। শুভেচ্ছান্তে ও প্রার্থনায়

- পরিবারবর্গ

১১তম মৃত্যুবার্ষিকী

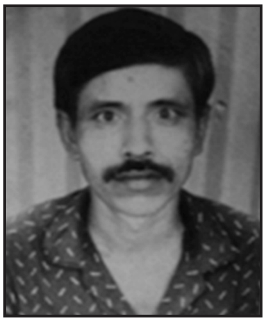

প্রয়াত বাদল সিলভেষ্টর রোজারিও

জন্ম : ৩ মে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৪ জানুয়ারি, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ

"পৃথিবীতে সবকিছু শেষ হয়, বসন্ত গান মুখরিত প্রান, ক্ষনকাল রয়, তারপর স্মৃতিটুকু বেদনাময়।"

দাদা, বছর ঘুরে ঘুরে আসে সেই দিন, যেদিন সকলকে কাঁদিয়ে অজানা, না ফেরার দেশে চলে গেলে। ব্যক্তি জীবনদশায় সহজ-সরল,সত্যবাদী,ন্যায় পরায়ন, সংযমী, দয়ালু ও কঠোর পরিশ্রমী। খ্রিস্ট মণ্ডলীর একনিষ্ঠ সেবক হিসেব সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করতে। স্বর্গ হতে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর। প্রার্থনায় **শোক সন্তোপ্ত পরিবারবর্গ।**

৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

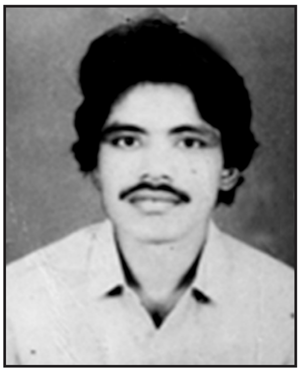

প্রয়াত রাফায়েল রোজারিও (রাফু)

জন্ম : ২৯ জুন, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

"সদা হেঁসে বলতে কথা, দিতে না কখনো প্রাণে ব্যাথা, মরণের পরে হলো, বেদনার স্মৃতি গাঁথা।"

মৃত্যুর অমোঘ নিয়মের কাছে বন্দী হয়ে ২০ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ পরলোকে চলে গিয়েছ। চাকুরী জীবনে সেবামূলক কাজে যুক্ত হয়ে অজস্র গুনাগ্রাহী রেখে গিয়েছ। তোমার ব্যক্তিগত গুনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চিত্রাঙ্কন, লেখালেখির প্রতিভা। তুমি গান গাইতে খুব ভাল বাসতে এবং সামাজিক আমোদপ্রিয় মানুষ ছিলে। সে সময় তার লেখা এবং পরিচালনায় একটি নাটক রাজশাহীতে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

- শোকাহত রোজারিও পরিবারবর্গ।

৫ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত সরলা রোজারিও

মৃত্যু : ২৩ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

তুমি ছিলে বিশ্বস্ত নার্স। তোমার ভালোবাসায় ছিল তোমার সেবা কাজ। তুমি যেমন পরিবারকে তেমনি তুমি তোমার কর্মক্ষেত্রকেও একই ভালবাসা দিয়ে গেছ। তোমার সেবাপ্রাপ্তীরা এখনও তোমাকে স্মরণ করে। তুমি স্বর্গে পিতার গৃহে চিরশান্তিতে থাক।

রোজারিও পরিবারের শোক সন্তোপ্ত পরিবারবর্গ।

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

রুদ্র রোজারিও

মৃত্যু : ৫ নভেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

"বাতাস যেমন বয়, তেমনি বইছে, সূর্য প্রতিদিন পূর্বাকাশে উঠছে, শুধু নেই আমাদের রুদ্রবাবা।"

রুদ্র বাবা, রোজারিও পরিবারের কেউই তোমাকে ভুলতে পারে না। স্বর্গের পবিত্র দূত তুমি। যিশু তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসে। তোমার সাথেই তোমার বাবা-মাকে স্বর্গে রেখো এবং যিশুর কৃপা লইয়া দাও।

৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত আগষ্টিন রোজারিও

মৃত্যু : ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত লুসি পিউরিফীকেশন

জন্ম : ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৩ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

"তোমরা আছ আমাদের হৃদয়ে আকাশের উজ্জ্বল তারা হয়ে, প্রভু চিরশান্তি দাও তাদের অনন্ত স্বর্গধামে।"

পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবা-মা পিতার আশ্রয়ে চলে গেছেন। বাবা-মা হিসেবে মধুর এবং অপূর্ব হাসিতে প্রাণ জুড়িয়ে যেত। তারা ছিলেন সৎ, ধর্মপরায়ন, ভালোবাসা, কোমলতা, স্নেহভরা, ন্যায়নীতি, মমতাভরা মানুষ। তারা মানুষের প্রতি দয়ার কাজ করতে কোন সময়ও পিছু পা হননি যা কখনো ভোলার নয়। নীতিবাক্য মনে রেখে তোমাদের সন্তানেরা, নাতি-পুতি রোজারিও পরিবারের চলতে পারে। স্বর্গ থেকে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর। আমরা প্রার্থনা করি, রোজারিও পরিবার হতে যাদেরকে তুলে নিয়েছেন ঈশ্বর যেন তাদের সবাইকে স্বর্গধামে চিরশান্তিতে রাখেন। প্রার্থনায়

- রোজারিও পরিবারবর্গ।

বিপ্র/২১৩/২৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা কর" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে। ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ' আগ্রহী, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	**দিবা-যত্ন কেন্দ্র সুপারভাইজার**	১ জন (নারী)	• শিশুদের জন্য মান সম্মত সেবা নিশ্চিত করা • শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বিনোদন ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা • ডে-কেয়ার সেন্টারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা • সেবা প্রদানকারী কর্মীর কাজ নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান করা।	• যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। • বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই (২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • শিশু বিকাশ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি : বেতন ও ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী :

- প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
- জীবন বৃত্তান্তের সাথে পরিচিত দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
- সম্পূর্ণ আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদিসহ **আগামী ১৫ জুলাই, ২০২৩ তারিখের মধ্যে** সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা ১২০৫, এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) প্রেরন করতে হবে।
- কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রকার TA/DA প্রদান করা হবে না।

সাধারণ সম্পাদক

YWCA **ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা - ১২০৫**

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ দক্ষ, উদ্যমী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদন পত্র আহ্বান করছে:

পদের নাম : প্রোগ্রাম সেক্রেটারি
পদ সংখ্যা : ১ জন (নারী প্রার্থী) । অবশ্যই কোন স্বীকৃত খ্রিস্টিয় মণ্ডলীর সদস্য হতে হবে।
বয়স : নূন্যতম ৩০ বছর
কর্মস্থল : ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ঢাকা

দায়-দায়িত্বসমূহ :

- প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবী সদস্য, যুব, নারী ও শিশুদের উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশে সভা, সেমিনার এবং কর্মশালা পরিচালনা করা।
- সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রনয়ণ, বাস্তবায়ন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- সংস্থার আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা।
- সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন ফোরামে প্রতিনিধিত্ব, নেটওয়ার্কিং ও এ্যাডভোকেসি করা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা :

- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে।
- প্রার্থীকে অবশ্যই নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী হতে হবে এবং এই কাজের জন্য যুগোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।
- কোন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে ৪/৫ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজী লেখা ও বলায় পারদর্শি হতে হবে। কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে।

বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি : বেতন ও ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদন করার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও শর্তাবলী :

- প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সত্যায়িত সকল সনদপত্র এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
- জীবন বৃত্তান্তের সাথে পরিচিত দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বরসহ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
- সম্পূর্ণ আবেদন পত্র ও উল্লেখিত সকল কাগজ-পত্রাদিসহ আগামী ২০ জুলাই, ২০২৩ তারিখের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড, ঢাকা ১২০৫, এই ঠিকানায় (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে) প্রেরন করতে হবে।
- কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রকার TA/DA প্রদান করা হবে না।

সাধারণ সম্পাদক

YWCA **ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ, ১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড,ঢাকা - ১২০৫**

বিজ্ঞ/২১৪/২৩

অনন্তলোকে ২য় বর্ষ

বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরি তোমায়

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্য দেশে তুমি আছ

তোমার চলে যাওয়ার ২য় বছর। তবুও তুমি আছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। সর্বত্র তোমার উপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করি। মহামরণ তোমাকে করেছে মহিমান্বিত। তুমি ছিলে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যার দ্যুতি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। তুমি ছিলে অনন্যসাধারণ।
বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছ পিতার সান্নিধ্যে। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেনো জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও (অব: প্রফেসর, নটরডেম কলেজ)
জন্ম : ২৪ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : উত্তর পানজোড়া, নাগরী মিশন

তোমার ভালোবাসা
স্ত্রী - মার্গারেট রোজারিও

বিজ্ঞ/২১২/২৩

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রয়াত ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ ও যাজকদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কাজ নিয়ে গবেষণাধর্মী বই **"বাংলাদেশের প্রয়াত ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ-যাজকবর্গ (১৯০০-২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ)"** প্রকাশ পাবে ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।
বইটিতে স্থান পেয়েছে ৬০ জন প্রয়াত ধর্মপ্রদেশীয় বিশপ ও যাজকদের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

বইটি পাওয়া যাবে -

- ❖ স্থানীয় বিশপ ভবন ও ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় কেন্দ্র
- ❖ মাদার তেরেজা ভবন, তেজগাঁও
- ❖ প্রতিবেশী প্রকাশনীর সকল বিক্রয়কেন্দ্রে।

আপনার কপির জন্য অতি শীঘ্রই অর্ডার করুন।

ধন্যবাদান্তে

ফাদার মিন্টু এল, পালমা	ফাদার উইলিয়াম মুর্মু	ফাদার রুবেন এস গমেজ
সভাপতি, বিডিপিএফ	সহ-সভাপতি, বিডিপিএফ	সেক্রেটারী, বিডিপিএফ

বিজ্ঞ/২১২/২৩

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ২৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 23
Regd. No. DA-33
❖ 9 - 15 July, 2023, ২৫ - ৩১ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

স্থায়ী আমানতের সুদের হার পরিবর্তন করা হলো-
যা ০৪-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর।

স্থায়ী আমানত

৬ বছরে দ্বিগুণ
১০ বছরে তিনগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস
১৩.৫০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%

সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
৬.০০%	৫.০০%

✝ **৩ বৎসর মেয়াদী** ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০% ।

✝ **৫ বৎসর মেয়াদী** ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০% ।

✝ **৩ বৎসর মেয়াদী** ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০% ।

✝ **৫ বৎসর মেয়াদী** ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০% ।

কোন স্থায়ী আমানত যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কেউ ভাঙ্গতে চায় তাহলে তাকে সোসাইটির নিয়ম অনুযায়ী সুদ প্রদান করা হবে।

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন,
অধিক মুনাফা অর্জন করুন !!!

আগষ্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

(ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল)
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282 Dated 06.06.1978
Archbishop Michael Bhaban, 116/1 Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh ☎ +88 02 55027691-94 ✉ info@mcchsl.org 🌐 www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/২১৭/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org